

الخلافة وَ البيعة

খিলাফাত ও বাই‘আত

المؤلف: مُحَمَّد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

মূল: মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী
আল-বুরাইদাহ, আল-কাছীম, সউদী আরব।

ترجمة: مظفر بن مقسط

অনুবাদ: মোজাফফার বিন মুকসেদ

مراجعة: عبد العليم بن كوثر

সম্পাদনায়: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

الخلافة وَ البيعة

المؤلف: مُحَمَّد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

ترجمة: مظفر بن مقسط

مراجعة: عبد العليم بن كوثر

الناشر: مكتبة السنة

كاتاخالي، راجشاهي، بنغلاديش.

Mobile : +8801912-005121

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুস সুন্নাহ

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৬ ঈসায়ী

দ্বিতীয় প্রকাশ : জুলাই ২০১৭ ঈসায়ী

বিনিময় মূল্য: ৬০ (ষাট) টাকা।

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	খিলাফাত	৭
	খলিফার নামসমূহ	৭
	রাজত্ব কার নিয়ন্ত্রণে	৯
২.	খিলাফাতের বিধানাবলী	১১
	খলিফা নিয়োগে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ	১৩
	খিলাফাতের উদ্দেশ্য	১৪
	দ্বীন (ইসলাম) ব্যতীত রাষ্ট্র পরিচালনা করার বিধান	১৬
	জাহিলিয়াতের বিধান	১৮
	খিলাফাতের হকুদার	১৯
	আহলুল হান্নি ওয়াল আকুদ এর শর্তাবলী	২০
	ইমাম হওয়ার যোগ্যতা	২১
	নেতৃত্ব প্রদানের বিধান	২২
৩.	খলিফার বিধানাবলী	২৩
	খলিফার শর্তাবলী	২৩
	নারী নেতৃত্বের বিধান	২৪
	নেতৃত্ব চাওয়ার বিধান	২৬
	নেতৃত্ব থেকে দুর্বলদের বিরত থাকা	২৮
	খলিফা বা শাসকের দায়িত্ব-কর্তব্য	২৯
	ন্যায়পরায়ণ ইমাম/শাসকের মর্যাদা	৩০
	অত্যাচারী ইমামের শাস্তি	৩২
	পথভ্রষ্ট ইমাম/শাসক মনোনীত করা	৩২
	ইমামের সহচরদের আলোচনা	৩৩
	একই রাষ্ট্রে দু'জন খলিফার বাই'আতের (আনুগত্য) বিধান	৩৪
	বিচারক ও অন্যান্যদের অন্যায বিচারের বিধান	৩৪

	খলিফা একই জায়গায় দু'জন শাসক/আমীরকে প্রেরণ করলে তার নিয়ম	৩৬
	দায়িত্বশীলদের হাদিয়া/উপহার দেয়ার বিধান	৩৬
৪.	খিলাফাত গঠনের পদ্ধতি	৩৮
	খলিফা রাশিদীনের নেতৃত্ব নির্ধারণের পদ্ধতি	৩৮
	খলিফা রাশিদীনের মর্যাদা	৪১
৫.	বাই'আত কি	৪৪
	বাই'আতের বৈশিষ্ট্য	৪৫
	বাই'আতের কারণসমূহ	৪৯
	বাই'আতের প্রকারভেদ	৪৯
	বাই'আত বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ	৫০
	বাই'আত গ্রহণকারী	৫০
	বাই'আতের ধরণ	৫১
	কিভাবে মানুষ ইমামের নিকট বাই'আত গ্রহণ করবে	৫৫
	বাই'আত ভঙ্গের বিধান	৫৬
৬.	খলিফার ওয়াজীব/আবশ্যকীয় কার্যাবলী	৫৮
৭.	জনগণের দায়িত্ব-কর্তব্য	৬৬
	আল্লাহর অবাধ্য বিষয়ে খলিফার আনুগত্য করার শাস্তি	৭৫
	অবাধ্য সম্প্রদায়কে ইমামের পরিত্যাগ করার বিধান	৭৬
৮.	ইসলামী শাসন ব্যবস্থা	৭৮
	ন্যায়পরায়ণ ইমাম/শাসকের রাজনীতি	৭৯
	ইসলামী শাসন পদ্ধতি	৮১
	ইসলামী নেতৃত্বের প্রকারভেদ	৮৫
	দায়িত্বশীলের পদবিন্যাস	৮৫
৯.	খলিফা/ইমাম বা শাসকের বিরোধীতা করার বিধান	৮৬
	ন্যায়পরায়ণ ইমামের বিপক্ষে অবস্থান করার বিধান	৮৬
	অন্যায়কারী ইমামের বিরোধীরা করার বিধান	৮৮
১০.	শাসকের নেতৃত্বের সমাপ্তি	৯৪
	খলিফাকে অপসারণ (বরখাস্ত) করার কারণসমূহ	৯৫

অক্ষম অথবা পথভ্রষ্ট খলিফাকে অপসারণের পদ্ধতি	৯৫
---	----

প্রকাশকের নিবেদন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! আখেরী নবী মুহাম্মদ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এবং তার সকল পরিবার ও সাহাবীগণের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

মুসলিমগণ কিভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আন নিসার ৫৯ নং আয়াতে তার সমাধান দিয়েছেন।

প্রথমত: আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে হবে। ইমাম ও ফক্বীহদের আনুগত্য করাও ওয়াজীব যদি আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ পরিপন্থী না হয়।

দ্বিতীয়ত: ইমারত (সরকার) গঠনের মাধ্যমে খলিফাতুল মুসলিমীন/ইমামুল কুবরা/আমীরুল মু'মিনিন এর আনুগত্য করতে হবে। আমীরের আনুগত্য ওয়াজীব বিধায় ইমারত গঠন করাও ওয়াজীব। কারণ ইমারত ছাড়া আমীর হয় না।

তৃতীয়ত: আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাভর্তন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ○

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী (খলিফা, ফক্বীহ); কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে, তা আল্লাহ (কিতাবুল্লাহ) এবং রসূলের (সুন্নাহর) নিকট উপস্থাপন কর। এটাই উত্তম (রায় বা সিদ্ধান্ত হতে) এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর (সূরা নিসা ৪:৫৯)।

আল্লাহ ও তার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে প্রত্যাভর্তন করার অর্থ হল, তার কিতাবের দিকে প্রত্যাভর্তন করা। আর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর তার দিকে প্রত্যাভর্তন করার অর্থ হল তার সুনাতের দিকে প্রত্যাভর্তন করা।

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় গ্রন্থে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ ও তার পথকে আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে জামা‘আত বন্ধ থাকতে ও মৈত্রী স্থাপনের আদেশ করেছেন। দলাদলি ও মতবিরোধ করা থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (আল্লাহর দীন ও কিতাবুল্লাহ) আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না (সূরা আল ইমরান ৩ঃ ১০৩)। তিনি আরো বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করেছে। আর দলে দলে ভাগ হয়ে গেছে তাদের কোন কাজের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর নিকট, তারা যা করতো সে সম্পর্কে তিনি তাদের সংবাদ দিবেন (সূরা আন‘আম ৬ঃ ১৫৯)।

আলোচ্য বইটি লেখকের موسوعة الفقه الإسلامي ‘মাওসু‘আতুল ফিকুহিল ইসলামী’ বইয়ের الباب العشرون ২০তম পর্বের الخلافه كتاب খিলাফাহ অধ্যায় থেকে নেয়া হয়েছে। মাকতাবাতুশ শামিলার ফিকুহুল ‘আম এর মধ্যে বইটি পাবেন [www.shamela.ws]। এন্ড্রয়েড ফোন থেকেও (প্লে স্টোর) বইটির আরবি কপি সংগ্রহ করতে পারেন। আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

প্রকাশক:

ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন এমবিবিএস, ডিএ

পরিচালক, মাকতাবাতুস সুন্নাহ। মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

খলীফাত [الخِلافة]

খলীফা (الخليفة): এমন ইমাম, যিনি দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে শরী‘আত অনুযায়ী সমস্ত উম্মাতকে পরিচালিত করেন (هو الإمام الذي يحمل كافة الأمة على) (مقتضى الشرع، في أمر الدين والدنيا)

তাকে আল্লাহর খলীফা (خليفة الله) বলা হয়, কেননা আল্লাহ তাকে তার বান্দাদের জন্য খলীফা নিযুক্ত করেছেন; যাতে করে তিনি তাদের মাঝে শরী‘আত ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাকে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খলীফাও (خليفة رسول الله) বলা হয়, কেননা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইলম (জ্ঞান), ইবাদাত, দাওয়াত, নেতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ে স্থলাভিষিক্ত করেছেন। খলীফা বলা হয় যে, তিনি হুকুমের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত।

খলীফার নামসমূহ: খলীফা এমন ব্যক্তি, যার কাছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা বিদ্যমান। রাষ্ট্রের ভিত্তিতে তার নামও ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- খলীফা (الخليفة), মুসলিমদের ইমাম (إمام المسلمين), মুমিনদের আমীর (أمير المؤمنين), বাদশাহ (المملك), রাষ্ট্র প্রধান (الرئيس), রাজা-বাদশা (السلطان), শাসক (الحاكم)। খলীফা- যিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে গভর্নর, শাসক, নেতা ও কাযী নিযুক্ত করেন।

১। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ} [ص: 26]

(হে দাউদ), অবশ্যই আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি। অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর। প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত

হয় তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গেছে (সূরা ছোয়াদ ৩৮:২৬)।

২। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة: 124]

যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি বাণী দিয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর সে তা পূর্ণ করল। তিনি বললেন, আমি তোমাকে মানুষের জন্য ইমাম বা নেতা বানাব। সে বলল, আমার বংশধরদের থেকেও? তিনি বললেন, যালিমরা আমার ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় না (সূরা আল বাকারা ২:১২৪)।

৩। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ} [المائدة: 20]

যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়, স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নাবী বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে রাজা-বাদশাহ বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে দান করেছেন এমন কিছু, যা সকল সৃষ্টির কাউকেই দান করেননি’ (সূরা আল মায়িদা ৫:২০)।

৪। আবু হুরাইরা রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي». متفق عليه

যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ তা‘আলারই আনুগত্য করল, যে আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহ তা‘আলারই নাফরমানী করল। যে আমীরের

আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে আমীরের নাফরমানী করল, সে আমারই নাফরমানী করল।^১

৫। সাফিনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«خِلَافَةُ النَّبِيِّ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ أَوْ مُلْكُهُ مِنْ يَشَاءُ» أخرجه أبو داود والترمذي

নবুঅতের ভিত্তিতে পরিচালিত খিলাফত ত্রিশ বছর অব্যাহত থাকবে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে বাদশাহী বা তার রাজত্ব দান করবেন।^২

রাজত্ব কার নিয়ন্ত্রণে

যার হাতে রাজত্ব তিনি একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। তিনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা ছিনিয়ে নেন। হোক সে মুসলিম বা কাফির।

১। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَبْدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} .. [آل عمران: 26]

তুমি বল, হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন এবং আপনি যাকে চান সম্মান দান করেন। আর যাকে চান অপমানিত করেন, আপনার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয় তুমি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান (সূরা আল ইমরান ৩:২৬)।

২। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন

{وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ} [المائدة: 20]

১. মুত্তাফাকুন আলাইহি। ছহীহ বুখারী, হা/২৯৫৭, ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৩৫, ইবনে মাজাহ, হা/২৮৫৯।

২. হাসান: আবু দাউদ, হা/৪৬৪৬, তিরমিযী, হা/২২২৬।

আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়, স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবী বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে রাজা-বাদশাহ বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে দান করেছেন এমন কিছু, যা সকল সৃষ্টির কাউকেই দান করেননি’ (সূরা আল মায়িদা ৫:২০)।

৩। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [البقرة: 258]

তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইব্রাহীমের সাথে তার রবের ব্যাপারে বিতর্ক করেছে যে, আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছেন? যখন ইব্রাহীম বলল, আমার রব তিনিই যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিই জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। ইব্রাহীম বলল, নিশ্চয় আল্লাহ পূর্বদিক থেকে সূর্য আনেন। অতএব তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে আন। ফলে কাফির ব্যক্তি হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না (সূরা আল বাকারা ২:২৫৮)।

أحكام الخلافة [খিলাফাতের বিধানাবলী]

(حكم نصب الخليفة): খলীফা নিয়োগের বিধান

ক। মুসলিমদের জন্য ইমাম-আমীর/ খলীফা (শাসক) নিযুক্ত করা ওয়াজীব (نُصِبَ الإمام للمسلمين واجب)। যাতে করে তিনি তাদের মাঝে-

- আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করতে পারেন
- মানুষের অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারেন
- দণ্ডবিধি কায়েম করতে পারেন
- হক আদায় করতে পারেন
- ইসলামের সুরক্ষা করতে পারেন
- সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করতে পারেন
- আল্লাহর পথে আহ্বান (দাওয়াত) করতে পারেন
- দ্বীনের বিধানাবলী শিক্ষা দিতে পারেন এবং
- নৈরাজ্য দমন করতে পারেন।

সুতরাং মুসলিমদের জন্য এমন ইমাম (খলীফা) আবশ্যিক, যিনি দ্বীনের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করবেন, ন্যায়ের ভিত্তিতে বিচার-ফায়ছালা করবেন, যালিমদের কঠোর হস্তে দমন করবেন এবং মায়লুমদের প্রতি ন্যায় বিচার করবেন।

১। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)}

[النساء: 59]

হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর, তাহলে তা আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাৰ্পণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর (সূরা আন নিসা ৪:৫৯)।

২। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا
أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ دُذُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
النَّاسِ لَفَاسِقُونَ} . [المائدة: 49]

আর তাদের মাঝে তার মাধ্যমে ফায়ছালা কর, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ কেবল তাদেরকে তাদের কিছু পাপের কারণেই আক্রান্ত করবেন। আর মানুষের মধ্যে অনেকেই ফাসিক (সূরা আল মায়িদা ৫:৪৯)।

৩। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাঈয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

«مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ
بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» أخرجه مسلم برقم (1851)

যে আমীরের আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিবে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তার কোন দলীল থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল অথচ তার ঘাড়ে আনুগত্যের কোন চুক্তি (বাই‘আত) নেই তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।^৩

খ। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করতেন। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর আবু বকর (রা.) খিলাফাতের বাই‘আত নিলেন। অতঃপর আবু বকর উমার (রা.) কে খলিফা নিযুক্ত করলেন। তারপর উমার (রা.) ৬ জন বিশিষ্ট ছাহাবীর মধ্য হতে একজনকে খলীফা নিযুক্ত করতে বললেন। তারা উছমান (রা.) কে খলীফা মনোনীত করলেন। অতঃপর উছমান (রা.) এর শাহাদাতের পর ছাহাবায়ে কেরাম আলী (রা.) এর হাতে খিলাফাতের বাই‘আত নিলেন।

খলীফা নিয়োগে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ

খলীফা নিয়োগ ও বাই‘আত গ্রহণের দায়িত্বে থাকবেন ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ [أهل الحل والعقد]। যারা হবেন আল্লাহ-ওয়াল্লা আলিম (العلماء الربانيين), বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি (والرؤساء) এবং মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি। তারা একজন ব্যক্তিকে উম্মাতের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করবেন। যেমন- মুহাজির ও আনছার খোলাফায়ে রাশিদীন (রা.) কে নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের [আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ] জন্য মনোনীত খলীফার নির্দেশাবলী শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা আবশ্যিক। আর খলীফা আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের মাধ্যমে তাদের ফায়ছালা করবেন।

খিলাফাত গঠন করা ফরযে কিফায়া (فرض كفاية) এবং এ ফরযিয়াত দু‘শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রযোজ্য:

ক. শূরা পরিষদ (أهل الشورى): কেননা তারা ইমাম নিযুক্ত করবেন। খ. নেতৃত্বের যোগ্য ব্যক্তি: কেননা তিনি ইমাম হিসেবে নিযুক্ত হবেন। আর যখন নেতৃত্বের যোগ্য ব্যক্তি শুধুমাত্র একজন থাকেন, তখন তার জন্য দায়িত্ব চেয়ে নেওয়া আবশ্যিক, যদিও তাকে প্রস্তাব করা না হয়, যদি তিনি মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষাকারী হন।

১। আল্লাহ তা‘আলা ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন,

{وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِينٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي خَفِيفٌ عَلَيْهِمْ ﴿٥٥﴾ [يوسف: 54 - 55]}

আর বাদশা বলল, তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে আস, আমি তাকে নিজের জন্য আপন করে নেব। অতঃপর যখন সে তার সাথে কথা বলল, তখন বলল, নিশ্চয় আজ তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাবান ও আস্তাভাজন। সে বলল, আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব দিন, নিশ্চয় আমি যথাযথ হেফাযতকারী, সুবিজ্ঞ (সূরা ইউসুফ ১২:৫৪-৫৫)।

২। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ} ... [الشورى: 38]

তাদের কার্যাবলী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে (সূরা আশ শুরা ৪২:৩৮)।

খিলাফাতের উদ্দেশ্য [مقاصد الخلافة]

ইসলামে খিলাফাত (الخلافة), নেতৃত্ব (الإمامة) ও কর্তৃত্ব (الحكم) একটি মাধ্যম, কিন্তু তা মুখ্য নয়। খিলাফাত বৃহৎ ইবাদাতের একটি ঐ ব্যক্তির জন্য, যে তার যথাযথ হক্ক আদায় করবে। কেননা খিলাফাতের মাধ্যমে বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

খিলাফাতের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

- মহান আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন করা, যেভাবে তিনি বিধান দিয়েছেন।
- সংকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজে নিষেধ করা।
- কল্যাণকর কাজের প্রসার করা।
- যাবতীয় অন্যায় নির্মূল করা। এসবগুলি উদ্দেশ্যকে নিম্নোক্ত বড় দু’টি উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত করে।

- ইক্বামাতে দ্বীন বা দ্বীন (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করা (إقامة الدين)

- দুনিয়া পরিচালনার বিষয়টি দ্বীনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা (وسياسة الدنيا به)

ক. সঠিক দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা: দ্বীন প্রতিষ্ঠা দু’টি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত:

প্রথমত: কুরআন ও সুন্নাহর হিফায়ত করা, তদনুযায়ী আমল করা, মানুষকে তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, যাতে করে দ্বীন স্বচ্ছ, সুরক্ষিত ও সুদৃঢ়ভাবে চলমান থাকে, যতদিন আল্লাহ তা‘আলা পৃথিবী ও তার অধিবাসীকে টিকিয়ে রাখেন।

আর তা পরিপূর্ণ হবে- খলীফা ও নাগরিক সকলের যৌথ দ্বীন প্রচারের মাধ্যমে, দ্বীনের দা‘ওয়াতের মাধ্যমে-লেখনী, বক্তব্য ও জিহাদের দ্বারা।

ইসলামের শত্রু কর্তৃক প্রবর্তিত বিদ‘আত, বাতিল (আক্বীদা ও আমল) উৎখাত করা এবং সন্দেহযুক্ত বিষয় দূরীকরণের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামকে রক্ষা করা। সর্বস্তরের মুসলিমের নিরাপত্তা বিধান করা, সীমান্ত রক্ষা করা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করা, যাতে মানুষ তাদের জান-মাল এবং দ্বীনের ব্যাপারে নিরাপদ ও শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

দ্বিতীয়ত: জনসাধারণের জীবনের সর্বক্ষেত্রে শারঈ দণ্ডবিধি ও আইন বাস্তবায়ন করা, যাতে তাদের পরিশুদ্ধি হয়। মানুষের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখনো উৎসাহ প্রদান, কখনো নমনীয়তা ও কঠোরতার মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক দ্বীনের উপর পরিচালিত করা।

খ. দ্বীন ইসলাম দ্বারা দুনিয়া পরিচালনা করা: আর তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত বিধান দ্বারা মানুষদের পরিচালনা করার মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। কেননা দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ এবং সকল বিষয়ই তার অন্তর্ভুক্ত। এটাই দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা ও মুক্তির একমাত্র পথ।

খিলাফাতের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে আরো হচ্ছে- ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, যুলুম নির্মূল করা, মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করা, বিভক্তি দূর করা, পৃথিবীকে বাসযোগ্য করা, মুসলিমদের কল্যাণে পৃথিবীর সবকিছু বিনিয়োগ করা।

১। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ {ص:}

[26]

(হে দাউদ), অবশ্যই আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি। অতএব, তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল (সূরা ছোয়াদ ৩৮:২৬)।

২। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}

[المائدة:3]

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে (সূরা আল মায়িদা ৫:৩)।

৩। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ} [النحل:

[89

আর আমি তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ (সূরা আন নাহল ১৬:৮৯)।

দ্বীন (ইসলাম) ব্যতীত দুনিয়া পরিচালনা করার বিধান

[حكم سياسة الدنيا بغير الدين]

ইমামুল মুসলিমীন (إمام المسلمين) বা খলীফার উপর ওয়াজিব হচ্ছে, আল্লাহর অবতীর্ণ কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী মানুষকে পরিচালিত করা। আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ছাড়া অন্য কোন কিছু দ্বারা ফায়ছালা করা কারো জন্য জায়েয নেই।

আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা ফায়ছালা করা কুফরী (كفر), যুলুম (ظلم) ও ফাসিকী (فسق)। মূলতঃ ঈমান এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা ফায়ছালার বিষয়টি কোন বান্দার হৃদয়ে একত্রিত হতে পারে না। কেননা, এতদুভয়ের একটি অপরটির বিপরীত। সুতরাং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং ত্বাগূতকে অস্বীকার করা ছাড়া প্রকৃত ঈমান কল্পনা করা যায় না।

১। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]

আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার মাধ্যমে ফায়ছালা করে না, তারাই হচ্ছে কাফির (সূরা আল মায়িদা ৫:৪৪)।

২। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]

আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফায়ছালা করবে না, তারাই হচ্ছে যালিম (সূরা আল মায়িদা ৫:৪৫)।

৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47]

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফায়ছালা না করে, তারাই হচ্ছে ফাসিক (সূরা আল মায়িদা ৫:৪৭)।

৪। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (65) ... [النساء: 65]

অতএব তোমার রবের কসম তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফায়ছালা দেবে, সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয় (সূরা আন নিসা ৪:৬৫)।

৫। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} ... [النساء: 60]

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা ত্বাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে (সূরা আন নিসা ৪:৬০)।

জাহিলিয়াতের বিধান [حكم الجاهلية]

যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ফায়ছালা করলো, সে জাহিলিয়াতের বিধান দ্বারা ফায়ছালা করলো। আর যেসব অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত হয়, আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিধান বর্জন করে, জাহেলী বিধানকে শরী‘আত ও জীবন যাপনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে এবং মানুষকে তা মানতে বাধ্য করে, তারা সবাই এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ফলে, চার শ্রেণীর মানুষ এ মহাপাপে পতিত হয়:

- ১। বিধান/আইন প্রণেতা (المشرع): যে এমন সব আইন প্রণয়ন করে, যেগুলি দ্বারা মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করা হয়, তাকে আইন প্রণেতা বলে।
- ২। সমর্থক ও রক্ষাকারী (المدافع): যে ব্যক্তি উক্ত আইন ও বিধান বাস্তবায়ন করে এবং তা সমর্থন ও রক্ষা করে, তাকে সমর্থক ও রক্ষাকারী বলে।
- ৩। ফায়ছালাকারী (الحاكم): যে উক্ত আইন ও বিধান অনুযায়ী মানুষের মাঝে ফায়ছালা করেন, তাকে ফায়ছালাকারী বলে।
- ৪। শাসিত (المحكوم): যদি সে ঐ বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং তার অনুসরণ করে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةُ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} ... [المائدة: 50]

তারা কি তবে জাহিলিয়াতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম? (সূরা আল মায়িদা ৫:৫০)।

উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«سَتَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِيءًا، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِيمًا، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ

وَتَابَعَ» أخرجه مسلم برقم (1854)

অচিরেই এমন কতক আমীরের উদ্ভব ঘটবে, তোমরা তাদের চিনতে পারবে ও অপছন্দ করবে। যে ব্যক্তি তাদের স্বরূপ চিনল সে মুক্তি পেল এবং যে ব্যক্তি তাদের অপছন্দ করল, সে নিরাপদ হলো। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের পছন্দ করল ও তাদের অনুসরণ করল, সে ক্ষতিগ্রস্ত হল (সহীহ মুসলিম ১৮৫৪)।

[أهل الخلافة] খিলাফাতের হক্কদার

খিলাফাত কুরাইশদের মধ্য থেকেই হবে (الخلافة في قريش)। মানুষ কুরাইশদের অনুসরণ করবে (والناس تبع لقريش)।

১। মু'আবিয়াহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

«إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ». أخرجه البخاري برقم (7139)

খিলাফাত ও নেতৃত্ব কুরাইশদের মধ্য থেকেই হবে, যতদিন তারা দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকবে। আর যে কেউ তাদের বিরোধিতা করে তবে আল্লাহ তাকেই অধোমুখে জাহান্নামে নিপতিত করবেন (ছহীহ বুখারী ৭১৩৯)।

২। ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3501), واللفظ له، ومسلم برقم (1820))

খিলাফাত ও নেতৃত্ব কুরাইশদের মধ্য থেকেই হবে, যতদিন তাদের মধ্যে দু'জন লোকও অবশিষ্ট থাকবে (মুজাফাকুন আলাইহি। ছহীহ বুখারী ৩৫০১, ৭১৪০ ছহীহ মুসলিম ১৮২০)।

৩। আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«النَّاسُ تَبِعَ لِقَرْنَيْهِ فِي هَذَا الشَّانِ، مُسْلِمُهُمْ تَبِعَ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبِعَ لِكَافِرِهِمْ»
(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3495) , واللفظ له، ومسلم برقم (1818)

খিলাফাত ও নেতৃত্বের ব্যাপারে সকলেই কুরাইশদের অনুগত থাকবে। মুসলিমগণ তাদের মুসলিমদের এবং কাফিরগণ তাদের কাফিরদের অনুগত (মুত্তাফাকুন আলাইহি। ছহীহ বুখারী ৩৪৯৫, ছহীহ মুসলিম ১৮১৮)।

‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকুদ’ এর শর্তাবলী

[شروط أهل الحل والعقد]

উম্মাতের পক্ষ থেকে যারা ইমাম (খলীফা) মনোনীত করবে তাদের শর্তাবলী:

১। ন্যায্যপরায়ণতা থাকা (العدالة): যে ন্যায্যপরায়ণতা তাদেরকে শরী‘আতের আদেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে মানবিকতা ও তাকওয়ায় উপর পরিচালিত করে।

২। জ্ঞান থাকা (العلم): যে জ্ঞান দ্বারা ইমাম বা খলীফা হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায়।

৩। প্রজ্ঞা ও সঠিক মতামত থাকা (الحكمة والرأي السديد): যে প্রজ্ঞা ও মতামত দ্বারা যোগ্যতম ও অধিকতর শক্তিশালী ব্যক্তিকে নির্বাচন করা যায়।

৪। ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকুদ’ এমন ব্যক্তিবর্গ হওয়া, যাদের প্রতি জাতি আস্থা পোষণ করে, তাদের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং তাদের নছীহত ও উত্তম চয়নের প্রতি আস্থা রাখে।

ইমামের জন্য বাইয়াতকে সুদৃঢ়করণ করা

আহলুল হাল্লি ওয়াল আকুদ এর কর্তব্য: আহলুল হাল্লি ওয়াল আকুদ এর কর্তব্য ন্যায় ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনয়ন ও অগ্রাধিকার প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারা পর্যবেক্ষণ করবে কারা মুসলিমদের নেতা হওয়ার যোগ্য। তারপর তাদের অধিকাংশই উত্তম ও পরিপূর্ণ শর্তসহকারে বাইয়াত

গ্রহণ করবে। ইমামের আনুগত্য গ্রহণ করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে, যেন তারা বাইয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেয়। তারা যখন একজনকে মনোনয়ন দিবে, তিনি এতে সাড়া দিলে তার উপর নেতৃত্ব অর্পিত হবে। তখন তার নিকট মানুষ বাই‘আত করবে। ইমাম দায়িত্ব গ্রহণ করার পর জনগণ তার আনুগত্য করবে, মুখ ফিরিয়ে নিবে না। বরং বাই‘আতের উপর অটল থাকবে ও আস্থাশীল হবে।

কাউকে ইমাম হতে বিরত রাখলে, সে কোন অভিযোগ পেশ করবে না। কারণ তার চাইতে অধিক যোগ্য ব্যক্তিকেই নির্বাচিত করা হয়েছে। দু’জন ইমাম হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হলে- সময়োপযোগী, দেশের পরিস্থিতি সাপেক্ষে ও জাতীর প্রয়োজনীয়তার দিক লক্ষ রেখে যিনি বয়সে বড়, জ্ঞানী ও সাহসী তাকেই অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

ইমাম হওয়ার যোগ্যতা [ما يُثاب به الإمامة]

ঈমান, নেক আমল, ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে ‘আল-ইমামাতুল কুবরা’ বা বড় ইমাম (খলীফা) এবং ‘আল-ইমামাতুছ-ছুগরা’ বা ছোট ইমাম (ছালাতের ইমাম) হওয়া যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 55]

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফুরী করবে তারাই ফাসিক [সূরা আন নূর ২৪:৫৫]।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

{وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} [السجدة: 24]

আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত [সূরা আস সাজদাহ ৩২:২৪]।

[حكم استعمال المولى] গোলামদের নেতৃত্ব প্রদানের বিধান

স্বাধীন মুসলিম পুরুষরাই কেবল বৃহত্তর নেতৃত্ব দিবেন। তবে, বৃহত্তর নেতৃত্বের বাইরে অন্যান্য নেতৃত্বে ইমাম বা মুসলিম শাসক গোলাম ও দাস-দাসীদের নিয়োগ দিতে পারেন।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ سَلَمٌ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ يُؤْمُ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ وَزَيْدٌ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْم (7175)

ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুযাইফার দাস সালিম (রা.) মাসজিদে কুবাতে প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরীন ও নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবীগণের ইমামতি করতেন। যাদের মধ্যে আবু বকর, উমার, আবু সালামা, য়ায়েদ ও আমির ইবনু রবী‘আহ রাদ্দিয়াল্লাহু আনহুম ছিলেন (ছহীহ বুখারী ৭১৭৫)।

আনাস রাদ্দিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ، كَانَ رَأْسُهُ زَبِيئَةً» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْم (693)

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা শোন ও আনুগত্য কর, যদিও (তোমাদের উপর) এমন কোন হাবশীকে নেতা নিয়োগ করা হয় যার মাথা কিসমিসের মতো’ (ছহীহ বুখারী ৬৯৩)।

খলীফার বিধানাবলি [أحكام الخليفة]

খলীফা হওয়ার শর্তাবলি (شروط الخليفة):

মুসলিমদের নেতৃত্ব প্রদানকারী খলীফার মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলি থাকতে হবে:

১। মুসলিম হওয়া (الإسلام): কোন কাফির মুসলিমদের ইমাম হতে পারবেন না।^৪

২। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া (البلوغ): অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্য নয়।^৫

৩। বিবেক সম্পন্ন হওয়া (العقل): পাগলের নেতৃত্ব চলবে না।^৬

৪। স্বাধীন হওয়া (الحرية): কেননা কোন দাসের তার নিজের উপরই কোন কর্তৃত্ব নেই। তাহলে অন্যের উপর তার কর্তৃত্ব হবে কিভাবে?

৫। জ্ঞান থাকা (العلم): অতএব, আল্লাহর হুকুম-আহকাম সংক্রান্ত বিষয়ে মুখ্য ব্যক্তির নেতৃত্ব বিশুদ্ধ নয়।^৭

৬। ন্যায্যপরায়ণতা থাকা (العدالة): ফাসিক ব্যক্তির নেতৃত্ব চলবে না।^৮

৭। পুরুষ হওয়া (الذكورية): সেজন্য, মহিলার নেতৃত্ব তার শারীরিক দুর্বলতা, দ্বীনের অপরিপূর্ণতা ও বিবেকের স্বল্পতার কারণে চলবে না।^৯

৮। জাতির নানাবিধ প্রয়োজনে দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে (حصافة الرأي)।
(في القضايا المختلفة من حاجات الأمة)।

৪. সূরা আন নিসা ৪:১৪১, সূরা আল ইমরান ৩:১১৮।

৫. সূরা আল আন'আম ৬:১৫২, সূরা ইউসুফ ১২:২২।

৬. সূরা আন নিসা ৪:৫।

৭. ছহীহ বুখারী ১০০।

৮. ছহীহ বুখারী ৩৫০১।

৯. সূরা আন নিসা ৪:৩৪, ছহীহ বুখারী ৪৪২৫।

৯। ব্যক্তিগত গুণাবলী দৃঢ়তাপূর্ণ হতে হবে: যেমন, সাহসিকতা, বীরত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, হারামের ক্ষেত্রে আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন হওয়া, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে দৃঢ়চেতা হওয়া ইত্যাদি।

১০। শারীরিক সক্ষমতা (الكفاية الجسدية):^{১০} অর্থাৎ শরীর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং পঞ্চেন্দ্রিয় সুস্থ থাকতে হবে, যেগুলি না থাকলে তার মতামত ও কর্মের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

১১। নেতৃত্বের প্রতি আগ্রহ না থাকা (عدم الحرص على الولاية): সে কারণে যে নেতৃত্ব চাইবে এবং নেতৃত্বের প্রতি লালায়িত হবে, তাকে নেতৃত্বের আসনে আসীন করা যাবে না।^{১১}

১২। কুরাইশ বংশের হওয়া (القرشية): কুরাইশগণ আরবদের মধ্যে সর্বোত্তম।^{১২} যতদিন তারা দীন প্রতিষ্ঠিত রাখবে ও কালিমা সুউচ্চ করবে, ততদিন নেতৃত্ব তাদের মধ্যেই থাকবে। অনুরূপভাবে, যার হুকুম বাস্তবায়িত হয় এবং অধিকাংশ জনগণ যার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, তাকেও কুরাইশদের মত হিসাব করা হবে। আর এভাবে তিনি মান্যবর ও সম্ভোষভাজন হবেন এবং তার দ্বারা একতা প্রতিষ্ঠিত হবে ও বিভেদ বিদূরিত হবে।

তবে, কেউ যদি জোর করে নেতৃত্ব গ্রহণ করে, আর ফিতনার আশঙ্কা হয়; তখন আল্লাহর অবাধ্যতায় ছাড়া তার নেতৃত্ব মেনে নেওয়া ওয়াজিব।

নারী নেতৃত্বের বিধান [حكم تولية المرأة الحكم]

প্রত্যেকটি বিষয়, যা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার ছাহাবার যুগে সংঘটিত হয়নি, অথচ তা সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল, তা-ই হচ্ছে

১০. সূরা আল বাকারা ২:২৪৭।

১১. ছহীহ বুখারী ৭১৪৭।

১২. মুত্তাফাকুন আলাইহি। ছহীহ বুখারী ৩৫০১, ৭১৪০ ছহীহ মুসলিম ১৮২০।

বিদ'আত; যা করা বা যার স্বীকৃতি দেয়া বা তদনুযায়ী আমল করা জায়েয নেই।

যে ব্যক্তি নারীকে পুরুষদের বাদশাহ, প্রেসিডেন্ট, নেত্রী, মন্ত্রী, বিচারক, শূরা সদস্য এবং অন্যান্য বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব দেয়ার বৈধতা দেয়, যেগুলি শুধু পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং যেগুলিতে নারী-পুরুষের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে, তাহলে সে আল্লাহর শরী'আতের বিরুদ্ধাচরণ করে, দ্বীনের মধ্যে নতুন জিনিসের জন্ম দেয় এবং এমন বিধান প্রণয়ন করে, যার অনুমোদন আল্লাহ দেননি।

রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে 'মাজলিসে শূরা' বা 'পরামর্শ সভা' ছিল, অথচ অনেক জ্ঞানী মহিলা থাকা সত্ত্বেও একজন নারীও তার সদস্য ছিলেন না। এমনকি নাবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণও শূরা সদস্য ছিলেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}

[النساء: 34]

পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে [সূরা নিসা ৪:৩৪]।

আবু বাকরাহ (রা.) হতে বর্ণিত,

قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْحَمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ - ﷺ - أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ كِسْرَى

قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ». أخرجه البخاري برقم (7099)

তিনি বলেন, একটি কথা দিয়ে আল্লাহ আমাকে উষ্ট্রের যুদ্ধের সময় বড়ই উপকৃত করেছেন। নাবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যখন এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যের লোকেরা কিসরার মেয়েকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছে, তখন তিনি বললেন, সে জাতি কখনই সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোন স্ত্রীলোকের হাতে অর্পণ করে।^{১৩}

[حکم طلب الإمارة] নেতৃত্ব চাওয়ার বিধান

১। নেতৃত্ব চাওয়া ও সে ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া কারো জন্য বৈধ নয়। আর যে নেতৃত্ব চাইবে, তাকে তা প্রদান করা হবে না।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلَتْ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعْنِتَ عَلَيْهَا» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7147) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1652)

আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ! তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিও না। কেননা যদি চাওয়ার পর তা তোমাকে দেয়া হয়, তাহলে তার সকল দায়িত্বভার তোমার উপরই বর্তাবে। পক্ষান্তরে, যদি না চাওয়া সত্ত্বেও তোমাকে তা দেয়া হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা তোমাকে করা হবে (ছহীহ বুখারী ৭১৪৭)।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَخْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمَرْضِعَةُ وَبُسَّتِ الْفَاطِمَةُ» أخرجه البخاري برقم (7148)

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অচিরেই তোমরা নেতৃত্বের প্রতি লোভ করবে, অথচ কিয়ামাতের দিন তা লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কত উত্তম দুগ্ধদায়িনী এবং কত মন্দ দুগ্ধ পানে বাধা দানকারিণী (ছহীহ বুখারী ৭১৪৮)।

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمَرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ، فَقَالَ: «إِنَّا لَا نُؤَيِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7149) ، ومسلم برقم (1733) كتاب الإمارة

আবু মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার কওমের দু'ব্যক্তি নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলাম। সে দু'জনের একজন বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে 'আমীর' নিযুক্ত করুন। অন্যজনও ঐরূপ কথাই বললেন। জবাবে তিনি বললেন, 'যারা নেতৃত্ব চায় এবং এর লোভ করে, আমরা তাদেরকে এ পদে নিয়োগ করি না' (সহীহ বুখারী ৭১৪৯)।

২। সক্ষম ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির জন্য নেতৃত্ব চেয়ে নেয়া বৈধ, যদি তার চেয়ে যোগ্যতর কেউ না থাকে। যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিশরের রাজার কাছ থেকে নেতৃত্ব চেয়ে নিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ
﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: 54 - 55]

আর বাদশা বললেন, 'তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে আসো, আমি তাকে নিজের জন্য আপন করে নেব। অতঃপর যখন তিনি তার সাথে কথা বললেন, তখন বললেন, নিশ্চয় আজ তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাবান ও আস্থাভাজন। তিনি বললেন, আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব দিন, নিশ্চয় আমি যথাযথ হেফাযতকারী, সুবিজ্ঞ' /সূরা ইউসুফ ১২: ৫৪-৫৫।

নেতৃত্ব থেকে দুর্বলদের বিরত থাকা

[اجتناب الضعفاء الولايات]

নেতৃত্ব আমানত স্বরূপ। দুর্বল ব্যক্তি আমানত রক্ষা করতে পারে না। নেতৃত্ব থেকে দূরে থাকাই তার জন্য উত্তম। তাতে আমানত সুরক্ষিত হবে।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ:
فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
بِرَقْمِ (1825))

আবু যার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাকে প্রশাসনিক পদে নিয়োগ করবেন? তখন তিনি তার হাত দিয়ে আমার কাঁধে আঘাত করে বললেন, হে আবু যার! তুমি দুর্বল। অথচ এটি হচ্ছে আমানাত। আর কিয়ামাতের দিন এ হবে লাঞ্ছনা ও অনুশোচনা। তবে যে এর হক সম্পূর্ণ আদায় করবে তার কথা ভিন্ন।^{১৪}

খলিফার দায়িত্ব-কর্তব্য [وظيفة الخليفة]

১। ন্যায় বিচার করা, আর প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করা:^{১৫}

{إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} [ص: 26]

(হে দাউদ), অবশ্যই আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি। অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল (সূরা সাদ ৩৮:২৬)।

২। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করা ও তাতে অটল থাকা:^{১৬}

{وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ}

[المائدة: 49]

আর তাদের মাঝে তার মাধ্যমে ফাছসালা কর, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ কেবল তাদেরকে তাদের কিছু পাপের কারণেই আক্রান্ত করবেন। আর মানুষের মধ্যে অনেকেই ফাসিক (সূরা আল মায়িদা ৫:৪৯)।

১৫. রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ইমাম বা শাসক ঢাল স্বরূপ। তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করা হয় এবং শত্রুর ক্ষতি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সে যদি তাকুওয়া ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করে, তবে তার জন্য সে পুরস্কৃত হবে। আর যদি ন্যায় ব্যতীত অন্য কিছু আদেশ করে তবে সে পাপের জন্য দায়ী হবে (মুসলিম ১৮৪১)

১৬. যদি তোমাদের উপর একজন গোলামকেও কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয় আর সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে পরিচালনা করে, তবে তার কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে (সহীহ মুসলিম ১৮৩৮)।

ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা শাসকের মর্যাদা [فضيلة الإمام العادل]

১। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَاتِلُوا آلَتِي تَنبَغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: 9]

আর যদি মুমিনদের দু’দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায় বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের ভালবাসেন [সূরা আল হুজুরাত ৪৯:৯]।

২। আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَخَابَا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ سَمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1423)، واللفظ له، ومسلم برقم (1031)

যে-দিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, সে-দিন আল্লাহ তা‘আলা সাত প্রকার মানুষকে তার ছায়ায় আশ্রয় দিবেন:

ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা শাসক, যে যুবক আল্লাহর ইবাদাতের ভিতর গড়ে উঠেছে, যে ব্যক্তির অন্তরের সম্পর্ক সর্বদা মাসজিদের সাথে থাকে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে দু’ব্যক্তি পরস্পর মহব্বত রাখে। উভয়ে একত্রিত হয় সে

মহব্বতের উপর আর পৃথকও হয় সে মহব্বতের উপর, এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী (অবৈধ মিলনের জন্য) আহ্বান জানিয়েছে, তখন সে বলেছে: আমি আল্লাহকে ভয় করি, যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে ছদাকা (দান) করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না এবং যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাতে আল্লাহর ভয়ে তার চোখ হতে অশ্রু বের হয়।^{১৭}

৩। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَرْ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ،
الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا» أخرجه مسلم برقم (1827)

ন্যায় বিচারকগণ আল্লাহর নিকটে নূরের মিন্দারসমূহে মহামহিম দয়াময়ের ডানপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকবেন। তার উভয় হাতই ডানহাত। যারা তাদের শাসনকার্যে তাদের পরিবারের লোকদের ব্যাপারে এবং তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে সুবিচার করে।^{১৮}

অত্যাচারী ইমাম বা শাসকের শাস্তি [عقوبة الإمام الجائر]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نَذِفُهُ عَذَابًا كَبِيرًا} ... [الفرقان: 19]

আর তোমাদের মাঝে যে যুলম করবে তাকে আমি মহা আযাব আশ্বাদন করাব [সূরা ফুরকান ২৫:১৯]।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

১৭. ছহীহ বুখারী ১৪২৩, ছহীহ মুসলিম ১০৩১।

১৮. ছহীহ মুসলিম ১৮২৭।

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7150-7151) , واللفظ له، ومسلم برقم (142)

কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং তার মৃত্যু হয় জনগণের সাথে খিয়ানাতকারীরূপে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।^{১৯}

ভালো শাসক ও মন্দ শাসক [خيار الأئمة وشرارهم]

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَادِيهِمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وَلَايَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ» أخرجه مسلم برقم (1855)

আওফ ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ভালবাসো আর তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে। তারা তোমাদের জন্য দু‘আ করে আর তোমরাও তাদের জন্য দু‘আ কর। পক্ষান্তরে, তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর আর তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও আর তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। বলা হল হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদেরকে তরবারি দ্বারা প্রতিহত করবো না? তখন তিনি বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে সলাত কায়িম রাখবে। আর যখন তোমাদের শাসকদের মধ্যে কোনরূপ

অপছন্দনীয় কাজ দেখবে; তখন তোমরা তাদের সে কাজকে ঘৃণা করবে; কিন্তু আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিবে না।^{২০}

ইমামের সহচরদের আলোচনা [بطانة الإمام وأهل مشورته]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَى». أخرجه البخاري برقم (7198)

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ যাকেই নাবী হিসেবে পাঠান এবং যাকেই খলিফা নিযুক্ত করেন, তার জন্য দু'জন করে ঘনিষ্ঠ জন থাকে। এক ঘনিষ্ঠ জন তাকে ভাল কাজের আদেশ দেন এবং তাকে তার প্রতি উৎসাহিত করেন। আর এক ঘনিষ্ঠ জন তাকে মন্দ কাজের আদেশ দেয় এবং এ মন্দ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। কাজেই নিষ্পাপ ঐ ব্যক্তিই যাকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেন।^{২১}

একই রাষ্ট্রে দু'জন খলিফার বাই'আতের (আনুগত্য) বিধান [الحكم إذا بويع لخليفتين في بلد واحد]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إِذَا بُيِعَ خَلِيفَتَيْنِ، فَافْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا» أخرجه مسلم برقم (1853)

২০. ছহীহ মুসলিম ১৮৫৫।

২১. ছহীহ বুখারী ৭১৯৮।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যদি দু'জন খলিফার জন্য বাই'আত গ্রহণ করা হয় তবে তাদের দ্বিতীয় জনকে হত্যা করবে।^{২২}

[حکم غلول الحکام وغيرهم] বিচারক ও অন্যান্যদের অন্যায় বিচারের বিধান

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [آل عمران: 161]

আর কোন নাবীর জন্য উচিত নয় যে, সে খিয়ানত করবে। আর যে খিয়ানত করবে, কিয়ামতের দিনে উপস্থিত হবে তা নিয়ে যা সে খিয়ানত করেছে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরোপুরি দেয়া হবে যা সে উপার্জন করেছে এবং তাদেরকে যুলম করা হবে না (সূরা আল ইমরান ৩:৬১)।

২। আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী আমাদের মাঝে দাঁড়ান এবং গানীমাতের মাল আত্মসাৎ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি তা মারাত্মক অপরাধ ও তার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে বলেন,

«لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثَغَاءٌ، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حِمْحِمَةٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أُبْلَغْتُكَ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أُبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أُبْلَغْتُكَ، أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أُبْلَغْتُكَ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3073) , واللفظ له، ومسلم برقم (1831))

আমি তোমাদের কাউকে যেন এ অবস্থায় কিয়ামতের দিন না পাই যে, সে তাঁর বকরি বেয়ে বেড়াচ্ছে আর তা ভ্যা ভ্যা করে চিৎকার দিচ্ছে। অথবা তাঁর কাঁধে আছে ঘোড়া আর তা হি হি করে আওয়াজ দিচ্ছে। ঐ ব্যক্তি আমাকে

বলবে, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো দুনিয়ায় তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে উট যা চিৎকার করছে, সে আমাকে বলবে হে আল্লাহর রসূল! একটু সাহায্য করুন। আমি বলব আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে ধন-দৌলত এবং আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে কাপড়ের টুকরাসমূহ যা দুলতে থাকবে। সে আমাকে বলবে হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি।^{২৩}

৩। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ - ﷺ - رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - : «هُوَ فِي النَّارِ». فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3074)، ومسلم برقم (2476))

আল্লাহর রসূল এর পাহারা দেওয়ার জন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। তাকে কিরকিরা নামে ডাকা হত। সে মারা গেল। আল্লাহর রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে জাহান্নামী! লোকেরা তাকে দেখতে গেল আর তারা একটি আবা পেল যা সে আত্মসাৎ করেছিল।^{২৪}

খলিফা একই জায়গায় দু'জন শাসক/আমীরকে প্রেরণ করলে তার নিয়ম

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ - ﷺ - أَيْ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَيَسِّرَا وَلَا تُنْفِرَا، وَتَطَاوَعَا» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7172)، واللفظ له، ومسلم برقم (1733))

২৩. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৩০৭৩, ছহীহ মুসলিম ১৮৩১।

২৪. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৩০৭৪, ছহীহ মুসলিম ২৪৭৬।

আবু বুরদাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী আমার পিতা ও মু'আয ইবনু জাবালকে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা সহজ কর, কঠোর করো না, তাদের সুসংবাদ দাও, ভয় দেখাবে না এবং পরস্পর পরস্পরকে মেনে চলো।^{২৫}

দায়িত্বশীলদের হাদিয়া/উপহার দেয়ার বিধান [حكم هدايا العمال]

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنُ اللَّثَبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ، قَالَ: هَذَا مَا لَكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - : «فَهَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟» ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّيْتُ اللَّهَ، فَإِنِّي فَيَقُولُ: هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا بَعِيرٌ حَقُّهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا عَرَفَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا حُورٌ، أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ»، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُؤِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟» بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي . متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم (6979) ، ومسلم برقم (1832) ، واللفظ له

আবু হুমাইদ সা'ঈদী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ আযদ গোত্রের লুতাবিয়্যাহ নামে এক লোককে বনী সুলাইম গোত্রের যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করলেন। যখন সে ফিরে আসল তখন তিনি তার নিকট হতে হিসাব-নিকাশ নিলেন। সে বলল এগুলো আপনাদের মাল, আর এগুলো (আমাকে দেয়া) হাদিয়া। তখন রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তুমি তোমার মা-বাবার ঘরে বসে থাকলে না কেন? সেখানেই তোমার কাছে হাদিয়া পৌঁছে যেত। এরপর তিনি আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। আল্লাহর গুণ বর্ণনা করার পর বললেন: আমি

তোমাদের কাউকে এমন কাজে নিয়োগ করি, যার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহ আমাকে মনোনীত করেছেন। কিন্তু সে কাজ করে এসে বলে এ হল তোমাদের মাল আর এ হল আমাকে দেয়া হাদিয়া। তাহলে সে কেন তার মা-বাবার ঘরে বসে থাকল না, সেখানে এমনিতেই হাদিয়া পৌঁছে যেত? আল্লাহর কসম! তোমরা যে কেউ অন্যায় পন্থায় কোন কিছু গ্রহন করবে, সে ক্বিয়ামতের দিন তা বয়ে নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। আমি তোমাদের কাউকে ভালভাবেই চিনব, যে সে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে উট বহন করে; আর উট আওয়াজ দিতে থাকবে। অথবা গাভী বহন করে, আর সেটা ডাকতে থাকবে। অথবা বকরী বহন করে, আর সেটা ডাকতে থাকবে। তারপর তিনি আপন হাত দু'টি এতদূর উত্তোলন করলেন যে তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যাচ্ছিল। তিনি বললেন: হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? আমার দু'চোখ সে অবস্থা দেখেছে এবং আমার কান শুনেছে।^{২৬}

وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ:
«مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمْنَا مَخْبِطًا فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ». أخرجه مسلم برقم (1833)

আদী ইবনু উমাইরাহ আল-কিন্দী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি : আমরা তোমাদের মধ্যে যাকে আদায়কারী নিযুক্ত করি, আর সে একটি সূচ পরিমাণ বা তার চাইতেও কম মাল আমাদের কাছে গোপন করে, তাই আত্মসাৎ বলে গণ্য হবে এবং তা নিয়েই সে ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে।^{২৭}

طرق انعقاد الخلافة [খিলাফাত গঠনের পদ্ধতি]

২৬. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৬৯৭৯, ছহীহ মুসলিম ১৮৩২।

২৭. ছহীহ মুসলিম ১৮৩৩।

ইমাম (খলীফা) নির্ধারণের পদ্ধতি (طرق ثبوت ولاية الإمام):

মুসলিমদের শাসক নিম্নের যে কোন একটি পদ্ধতিতে নির্ধারিত হবেন:

১। ইমাম বা শাসক নির্বাচিত হবেন মুসলিমদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে। সৎকর্মশীল যোগ্য আলিম ও নেককার ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকুদ’ এর বাই‘আতের মাধ্যমে ইমামের নেতৃত্ব সম্পন্ন হবে।

২। পূর্ববর্তী খলীফার/ইমামের মনোনয়নের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্ধারিত হবে।

৩। কতিপয় সৎকর্মশীল ও মুভাক্কী ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত শূরা পরিষদ তাদের মধ্য থেকে একজনকে ইমাম নির্ধারণ করবেন।

৪। কেউ যদি জোর করে এমনভাবে ক্ষমতা দখল করে যে, জনগণ তার বশ্যতা স্বীকার করে এবং তাকে শাসক হিসাবে মেনে নেয়, তবে আল্লাহর অবাধ্যতার বিষয় না হলে তার আনুগত্য করা জনগণের জন্য আবশ্যিক।

খলীফা রাশিদীনের নেতৃত্ব নির্ধারণের পদ্ধতি [طرق تولية الخلفاء الراشدين]

খলীফা রাশিদীনের নেতৃত্ব দু’টি পদ্ধতিতে নির্ধারিত হয়েছে:

প্রথম: মনোনয়নের মাধ্যমে (الاختيار): আহলুল হাল্লি ওয়াল আকুদ এর মনোনয়নের মাধ্যমে খলিফা নির্ধারণ করা। এ পদ্ধতি আবু বকর ও আলী (রা.) উভয়ের নেতৃত্বের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আর এটি ইসলামে শাসক নির্ধারণের মৌলিক পদ্ধতি।

দ্বিতীয়: পূর্ববর্তী খলিফা কর্তৃক তার পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত করার মাধ্যমে (الاستخلاف): যখন খলিফা বুঝতে পারেন যে, তার মৃত্যু সন্নিকটে অথবা তিনি যখন কাউকে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে ইচ্ছা করেন, তখন আহলুল হাল্লি ওয়াল আকুদের সাথে পরামর্শ করে উপযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করবেন। যিনি তার পরবর্তীতে খলিফার দায়িত্ব গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিবেন। তিনি মাত্র

একজন ব্যক্তি হতে পারেন, যেমন- আবুবকর (রা.) প্রধান প্রধান মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে উমার (রা.) কে খলিফা নিযুক্ত করেছেন।

অথবা কতিপয় ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে একজন খলিফা হবেন। যেমন- উমার (রা.) জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ছয়জন (উসমান, আলী, তালহা, জুবায়ের, আবু উবাইদা, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ) সাহাবীর মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করতে বললেন। তারা পরামর্শ করে উসমান (রা.) কে খলিফা মনোনীত করলেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي مَرَضِهِ: «ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ، أَبَاكَ وَأَخَاكَ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَتَّى مُتَمَتِّ وَيَقُولَ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى، وَيَأْتِي اللَّهَ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ». (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5666) ، ومسلم برقم (2387)، واللفظ له.

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তাঁর রোগ শয্যায় বললেন : তোমার আব্বা ও ভাইকে আমার কাছে ডাক। আমি একটা চিঠি লেখে দেই। কারণ আমি আশঙ্কা করছি যে, কোন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি আকাজ্জা পোষণ করবে, আর কেউ দাবি করে বসবে যে, আমিই হকদার। অথচ আবু বকর ব্যতীত ভিন্ন কাউকে আল্লাহ মেনে নিবেন না এবং মুসলিমরাও মেনে নিবে না।^{২৮}

وَعَنِ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَّنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَدَاةِ مُوعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ مُوعِظَةٌ مُودِعَ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبِشِي فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بَسْنَتِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ». أخرجه أحمد والترمذي (صحيح) / أخرجه أحمد برقم (17144) وأخرجه الترمذي برقم (2676)، وهذا لفظه.

ইরবায় ইবনে সারিয়া (রা.) বলেন: একদিন ফজরের সলাতের পর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এমন এক উচ্চমানের নসীহত করলেন যে, তাতে আমাদের চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল এবং অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন এক ব্যক্তি বললেন, এতো বিদায়ী ব্যক্তির মতো নসীহত, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের প্রতি কী অসীয়াত করে যাচ্ছেন? তিনি বললেন, তোমাদের আমি আল্লাহকে ভয় করার অসীয়াত করছি। যদি হাবশী গোলামও তোমাদের আমীর নিযুক্ত হয় তবুও তার প্রতি অনুগত থাকবে, তার নির্দেশ শুনবে। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা বহু বিরোধ প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা সাবধান থাকবে নতুন নতুন (বিদ'আত) বিষয়ে লিপ্ত হওয়া থেকে। কারণ তা হলো গুমরাহী। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ যুগ পাবে তার কর্তব্য হলো আমার সুন্নাহ ও হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহের উপর অবিচল থাকা। এগুলো তোমরা চোয়ালের দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে।^{২৯}

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «افْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ» (صحيح) / أخرجه أحمد برقم (23245) وأخرجه الترمذي برقم (3662).

হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমার পর তোমরা আবু বকর ও উমারের আনুসরণ করবে।^{৩০}

২৯. ছহীহ: তিরমিযী ২৬৭৬, মুসনাদে আহমাদ ১৭১৪৪, ইবনে মাজাহ।

৩০. ছহীহ: তিরমিযী ৩৬৬২, মুসনাদে আহমাদ ২৩২৪৫।

ফুতাল الخلفاء الراشدين] খলীফা রাশিদীনের মর্যাদা

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «عَبْدُ خَيْرِهِ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ زَهْرَةُ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ». فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، وَبَكَى، فَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بِأَبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - هُوَ الْمُخَيَّرُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا بِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: إِنَّ أَمَنَ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ، لَا تُبْقِيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْفَةً إِلَّا خَوْفَةَ أَبِي بَكْرٍ (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3904) , ومسلم برقم (2382)، واللفظ له.

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ তার এক বান্দাকে দু'টি বিষয়ের একটি বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছেন। তার একটি হল দুনিয়ার ভাগ বিলাস আর আরেকটি আল্লাহর নিকট যা রক্ষিত আছে। তখন সে বান্দা আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তাই পছন্দ করলেন। এ কথা শুনে আবু বকর (রা.) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমাদের পিতা-মাতাকে আপনার জন্য কুরবানী করলাম। তার অবস্থা দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এ বান্দাটি ছিলেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর আবু বাকরই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমার উপর সর্বাধিক অনুগ্রহ আবু বাকরের সম্পদের ও সঙ্গ দানেও। আমি যদি কাউকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বাকরকেই করতাম। এখনতো ইসলামী ভ্রাতৃত্বই রয়েছে। মাসজিদের দিকে আবু বাকর (রা.) এর দরজা ছাড়া অন্য কারো দরজা খোলা থাকবে না।^{৩১}

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيْمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3469) واللفظ له، ومسلم برقم (2398)

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের পূর্বের উম্মাতগণের মধ্যে ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। আমার উম্মাতের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে, তবে সে নিশ্চয় উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)।^{১২}

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَحْبِرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، فَخَبِرَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أخرجه البخاري (أخرجه البخاري برقم (3655)

ইবনু উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে সাহাবীগণের পারস্পরিক মর্যাদা নির্ণয় করতাম। আমরা সর্বাপেক্ষা মর্যাদা দিতাম আবু বকর (রা.) কে, তারপর উমার (রা.) কে। অতঃপর উসমান ইবনু আফফান (রা.) কে।^{১৩}

وَعَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ، فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَخَرَجَ عَلَيَّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ - ﷺ -، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللَّهُ فِي صَبَاحِهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ -أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ- عَدَا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ قَالَ: يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ». فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيِّ وَمَا نَرْجُوهُ، فَقَالُوا: هَذَا عَلِيٌّ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الرَّايَةَ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ. متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3702)، واللفظ له، ومسلم برقم (2407)

সালামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। আলী (রা.) নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে খইবার যুদ্ধে যাননি। কেননা তার চোখ অসুস্থ ছিল। এতে তিনি

৩২. মুতাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৩৪৬৯, ছহীহ মুসলিম ২৩৯৮।

৩৩. ছহীহ বুখারী ৩৬৫৫।

বললেন, আমি কি আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে যাব না? অতঃপর তিনি বেরিয়ে পড়লেন এবং নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মিলিত হলেন। যেদিন সকালে আল্লাহ বিজয় দান করলেন, তার আগের রাতে আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আগামীকাল ভোরে আমি এমন এক লোককে পতাকা দিব অথবা বলেছিলেন যে, এমন এক লোক ঝাণ্ডা ধারণ করবে যাকে আল্লাহ এবং তার রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালবাসেন অথবা বলেছিলেন, সে আল্লাহ ও তার রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালবাসে। তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন। অতঃপর আমরা দেখতে পেলাম তিনি হলেন, আলী (রা.) অথচ আমরা তার সম্পর্কে এমনটি আশা করিনি। তাই সকলেই বলে উঠলেন, এই যে আলী (রা.)। আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেই দিলেন এবং তার মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা বিজয় দিলেন।^{৩৪}

বাই'আত

৩৪. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৩৭০২, ছহীহ মুসলিম ২৪০৭।

[البيعة]

বাই'আত (البيعة): বাই'আত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা ব্যতিরেকে খলীফার কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করার উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া (هي إعطاء العهد من المبايع للخليفة على السمع والطاعة في غير معصية الله)।

দু'টি পদ্ধতির যে কোন একটির মাধ্যমে খিলাফাত প্রতিষ্ঠিত হয়:

১। মনোনীত করার মাধ্যমে (الاختيار) অথবা

২। পূর্ববর্তী খলীফা তার পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার মাধ্যমে (الاستخلاف لمن بعده)।

উপরের দু'টি পদ্ধতিতেই আহলুল হাদ্বি ওয়াল আকদ এর জন্য খলীফার নিকট বাই'আত গ্রহণ করা আবশ্যিক। অতঃপর সাধারণ মুসলিমের পক্ষ থেকে উপস্থিতগণ বাই'আত বা আনুগত্যের শপথ নিবেন।

বাই'আতের বৈশিষ্ট্য [صفة البيعة]

সাহাবীগণ যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বাই'আত গ্রহণ করেছেন তা হেটি:

প্রথম: ইসলামের উপর বাই'আত (البيعة على الإسلام): এটা বাই'আতের শাখাগুলোকে সুদৃঢ় করেছে, আবশ্যক করেছে ও মর্যাদাপূর্ণ করেছে।

ক। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন:

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. [الممتحنة: 12]

হে নবী, যখন মু'মিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাই'আত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না। তখন তুমি তাদের বাই'আত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা আল মুমতাহিনা ৬০:১২)।

খ। জারীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন:

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2157)، واللفظ له، ومسلم برقم (56))

আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ'- এ সাক্ষ্য দেয়ার, সলাত কাযিম করার,

যাকাত দেয়ার, আমীরের কথা শুনার ও মেনে চলার এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার উপর বাই‘আত করেছিলাম।^{৩৫}

দ্বিতীয়: সাহায্য-সহযোগিতার উপর বাই‘আত (البيعة على النصرة والمنعة): যেমন- আনসারগণ রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সাহায্য-সহযোগিতা করার উপর বাই‘আত গ্রহণ করেছিলেন। আর তা ছিল মিনাতে অনুষ্ঠিত আকাবার দ্বিতীয় বাই‘আত।

তৃতীয়: জিহাদ করার উপর বাই‘আত (البيعة على الجهاد):

ক। আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা বলেন:

{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} ... [التوبة: 111]

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য (সূরা আত তাওবা ৯:১১১)।

খ। আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা বলেন:

{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} ... [الفتح: 18 – 19].

অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই‘য়াত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কি

ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেছেলে তাদের ওপর এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দিয়ে যা তারা গ্রহণ করবে; আর আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় (সূরা আল ফাতহ ৪৮:১৮-১৯)।

চতুর্থ: হিজরতের (দেশত্যাগের) উপর বাই‘আত (البيعة على الهجرة):

মুসলিমদের উপর হিজরত করা ফরযে আইন ছিল। মক্কা বিজয়ের পর তা সমাপ্ত হয়েছে। এখানে হিজরত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মক্কা থেকে মদীনায প্রত্যাবর্তন করা। এটা ছিন্ন হয়েছে। তবে কাফির দেশ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করা কিয়ামাত পর্যন্ত চালু থাকবে।

عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ السَّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جِئْتُ بِأَخِي أَبِي مَعْبُدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - بَعْدَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعُهُ عَلَى الْهَجْرَةِ، قَالَ: «قَدْ مَضَتْ الْهَجْرَةُ بِأَهْلِهَا» قُلْتُ: فَبَائِي شَيْءٌ تُبَايِعُهُ؟ قَالَ: «عَلَى الْإِسْلَامِ

وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ». (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2962)، ومسلم برقم (1863)، واللفظ له.

মুজাশী‘ ইবনু মাসউদ সুলামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার ভাই আবু মা‘বাদকে নিয়ে মক্কা বিজয়ের পর নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলাম। তারপর বললাম, হে আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: তাকে হিজরাতের বাই‘আত দিন। তখন তিনি বললেন, হিজরাতের দিন শেষ হয়ে গেছে। তার অধিবাসীরা ইতিমধ্যেই তা করে ফেলেছে। তাহলে আপনি কোন বিষয়ে তার বাই‘আত নিবেন? রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: ইসলাম, জিহাদ ও সৎকাজের উপর অটল থাকার বাই‘আত হতে পারে।^{৩৬}

পঞ্চম: শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার উপর বাই‘আত (البيعة على السمع والطاعة): মুসলিমদের খলিফা নির্ধারণের সময় ইমামদের নিকট যে বাই‘আত দেয়া হয়। এ অধ্যায়ে এ উদ্দেশ্যই নেয়া হয়েছে।

৩৬. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ২৯৬২, ছহীহ মুসলিম ১৮৬৩।

عَنْ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي
الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهُ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ،
وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيُّنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً. (متفق عليه، أخرجه البخاري
برقم (7199) ، ومسلم برقم (1709)، واللفظ له)

উবাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সুখে-দুখে, আনন্দ-বেদনায়, আমাদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলেও শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার বাই‘আত গ্রহণ করলাম। দায়িত্বশীলদের সাথে ঝগড়া করবো না, আমরা যেখানেই থাকি না কেন সত্য কথা বলবো, আল্লাহর জন্য কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরোয়া করবো না।^{৩৭}

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَبَايَعَنَا، فَكَانَ
فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا، أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا،
وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ
بُرْهَانٌ». متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7056)، ومسلم برقم (1709)، واللفظ له.

উবাদাহ ইবনু সামিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা তার নিকট বাই‘আত গ্রহণ করলাম। তিনি যে বিষয়ের বাই‘আত নিয়েছিলেন, তা হলো আমরা রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সুখে-দুখে, আনন্দ-বেদনায়, আমাদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলেও শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার উপর। আর আমরা দায়িত্বশীলদের সাথে ঝগড়া করবো না। তিনি বললেন, তবে যদি প্রকাশ্য কুফর দেখা যায় ও যার ব্যাপারে আল্লাহর সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকে (তখন শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা যাবে না)।^{৩৮}

বাই‘আতের কারণসমূহ [أسباب البيعة]

৩৭. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৭১৯৯, ৭০৫৬, ছহীহ মুসলিম ১৭০৯।

৩৮. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৭০৫৬, ছহীহ মুসলিম ১৭০৯।

যেসব অবস্থায় বাই‘আত গ্রহণ করা হয়, সেগুলি নিম্নরূপ:

- ১। খলীফার মৃত্যুর পর পরবর্তী খলীফার জন্য বাই‘আত গ্রহণ করা।
- ২। কোন কারণে খলীফা দায়িত্ব থেকে অপসারিত হলে মুসলিম জাতি কোন একজন ইমামের আনুগত্যের জন্য বাই‘আত করা।
- ৩। পূর্বের খলীফা কর্তৃক নির্বাচিত খলীফার হাতে বাই‘আত করা।
- ৪। পরবর্তী খলীফার জন্য পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক বাই‘আত করা।
- ৫। কোন দেশ থেকে যখন কোন এলাকা আলাদা হয়ে যায় ও আনুগত্য পরিত্যাগ করে, তখন সেখানকার জনগণের নিকট থেকে আনুগত্যের বাই‘আত গ্রহণ করা।

বাই‘আতের প্রকারভেদ [أقسام البيعة]

খলীফার বাই‘আত দু’প্রকার:

প্রথম: খিলাফাত গঠনের জন্য বাই‘আত (بيعة الانعقاد): আর এটা আহলুল হাদ্বি ওয়াল আক্বদ দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং এর মাধ্যমে বাই‘আতকৃত ব্যক্তি মুসলিমদের খলীফা নির্ধারিত হন। অনুরূপভাবে এর দ্বারা তার জন্য আনুগত্য ও অনুকরণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক যেমনভাবে ‘ছাক্বীফাতু বানী সা‘এদা’-তে বড় বড় ছাহাবী আবু বকর (রা.) কে খিলাফাতের বাই‘আত দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়: সাধারণ বাই‘আত (بيعة العامة): এটি খিলাফাত গঠনের পর সাধারণ মুসলিম জনতার পক্ষ থেকে সজ্জাটিত হয়ে থাকে। যেমনভাবে আহলুল হাদ্বি ওয়াল আক্বদ ‘ছাক্বীফাতু বানী সা‘এদা’-তে আবু বকর (রা.) এর হাতে বাই‘আত নেওয়ার পর অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরাম মসজিদে বাই‘আত গ্রহণ করেছিলেন। আবু বকর (রা.) এর বাই‘আতের মতই পরবর্তী খুলাফায়ে রাশিদীনের বাই‘আত ছিল। এরপর মুসলিম জাহানের অন্যান্য শাসকের বাই‘আতও ঠিক এরূপই ছিল।

বাই‘আত বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ [شروط صحة البيعة]

বাই‘আত বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ নিম্নরূপ:

১। আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ কর্তৃক বাই‘আত সংঘটিত হওয়া।

২। যার বাই‘আত গ্রহণ করা হচ্ছে, তার মধ্যে ইমাম বা শাসক হওয়ার শর্তাবলি পূর্ণ হওয়া।

৩। যার হাতে বাই‘আত করা হচ্ছে, তার বাই‘আত গ্রহণ করতে সম্মত হওয়া। তিনি যদি বাই‘আত গ্রহণে সম্মত না হন, তাহলে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না।

৪। বাই‘আত শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একজনের জন্য হতে হবে। একের অধিক ব্যক্তির জন্য বাই‘আত হলে তা সজ্ঞাটিত হবে না।

৫। বাই‘আত আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুনাতের উপর হতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার এবং মানুষকেও এতদুভয়ের উপর আমল করার নিমিত্তে বাই‘আত হতে হবে।

৬। বাই‘আত স্বাধীনভাবে হতে হবে, প্রত্যেকটি মানুষ স্বেচ্ছায় বাই‘আত করবে, কাউকে বাধ্য করা চলবে না।

বাই‘আত বিশুদ্ধ হওয়ার এগুলি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সুতরাং এসব শর্ত পূর্ণ হলে বাই‘আত বিশুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে, কোন একটি শর্ত পূর্ণ না হলে বাই‘আত সজ্ঞাটিত হবে না।

বাই‘আত গ্রহণকারী [من يأخذ البيعة]

খলীফা নিজে মুসলিমদের নিকট থেকে বাই‘আত গ্রহণ করবেন। তবে দূরবর্তী অঞ্চলের বাই‘আতের ক্ষেত্রে তিনি নিজেও বাই‘আত নিতে পারেন, আবার তার প্রতিনিধির মাধ্যমেও বাই‘আত নেওয়াতে পারেন।

বাই‘আতের ধরন [صور البيعة]

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে বাই‘আতের কিছু ধরন ছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১। করমর্দন (المصافحة) ও কথোপকথন (الكلام): যেমনটি ‘বাই‘আতে রিদ্দওয়ান’-এ নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করেছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِيسُوتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: 10]

আর যারা তোমার কাছে বাই‘য়াত গ্রহণ করে তারা শুধু আল্লাহরই কাছে বাই‘য়াত গ্রহণ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। অতএব, যে কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করলে তার ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম তারই ওপর বর্তাবে। আর যে আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পূরণ করবে অচিরেই আল্লাহ তাকে মহা-পুরস্কার দেবেন (সূরা আল ফাতহ ৪৮:১০)।

২। মুছাফাহা বা করমর্দন ব্যতীত শুধু কথোপকথন (الكلام بدون مصافحة): নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের নিকট থেকে এরূপ বাই‘আত গ্রহণ করেছেন। কেননা কোন মুসলিম পুরুষের জন্য বেগানা মহিলার হাত স্পর্শ করা জায়েয নেই।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِنْهَا جَرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ} إِلَى {عَفُورٌ رَحِيمٌ} (12) قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «قَدْ بَايَعْتُكَ». كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَاللَّهُ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ. (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2713)، واللفظ له، ومسلم برقم (1866)).

আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের আয়াত দ্বারা মহিলাদেরকে পরীক্ষা করতেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِنْهَا جَرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاتِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَآتُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12)

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কাছে মু'মিন মহিলারা হিজরত করে আসলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখ। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে অধিক অবগত। অতঃপর যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু'মিন মহিলা, তাহলে তাদেরকে আর কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিও না। তারা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিররাও তাদের জন্য হালাল নয়। তারা^{৩৯} যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর। আর

তাদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর। আর তোমরা কাফির নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রেখ না, তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা তোমরা ফেরত চাও, আর তারা যা ব্যয় করেছে, তা যেন তারা চেয়ে নেয়। এটা আল্লাহর বিধান। তিনি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, অতিপ্রজ্ঞাময় (১০)। আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের নিকট চলে যায়, অতঃপর যদি তোমরা যুদ্ধজয়ী হয়ে গনীমত লাভ কর, তাহলে যাদের স্ত্রীরা চলে গেছে, তাদেরকে তারা যা ব্যয় করেছে, তার সমপরিমাণ প্রদান কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী (১১)। হে নবী, যখন মু'মিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাই'আত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না। তখন তুমি তাদের বাই'আত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (১২)।

উরওয়াহ বলেন, আয়িশা (রা.) বলেছেন, তাদের মধ্যে যারা এ শর্তে রায়ী হতো তাকে আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু একথা বলতেন, 'আমি তোমাকে বায়'আত করলাম। আল্লাহর কসম! বায়'আত গ্রহণে তাঁর হাত কখনও কোন নারীর হাত স্পর্শ করেনি। তিনি শুধু তাদের কথার মাধ্যমে বায়'আত করেছেন।^{৪০}

৩। লিখনীর মাধ্যমে বাই'আত (بَيْعَات): যেমন- নাজ্জাশী লিখিতভাবে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ইসলামের বাই'আত দিয়েছিলেন।

দুনিয়ার ব্যাপারে যিনি খলিফার নিকট বাই‘আত গ্রহণ করেছেন তার বিধান

[حكم من بايع الخليفة من أجل الدنيا]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنُ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ، إِنْ أُعْطِيَ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَخَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا». (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7212)، واللفظ له، ومسلم برقم (108).

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তিন ধরনের লোকের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। (এক) ঐ ব্যক্তি, যে পথের পাশে অতিরিক্ত পানির মালিক কিন্তু মুসাফিরকে তা থেকে পান করতে দেয় না। (দুই) ঐ ব্যক্তি যে একমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে ইমামের বায়‘আত গ্রহণ করে। (বাদশাহ) এ লোকের মনের বাসনা পূর্ণ করলে সে তার বায়‘আত পূর্ণ করে। আর যদি তা না হয়, তাহলে বায়‘আত ভঙ্গ করে। (তিন) সে ব্যক্তি যে ‘আসরের পর অন্য লোকের নিকট দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করতে গিয়ে এমন কসম খায় যে, আল্লাহর শপথ! এটার এত দাম হয়েছে। ক্রেতা সেটাকে সত্যবলে বিশ্বাস করে সে জিনিস কিনে নেয়। অথচ সে জিনিসের দাম এত হয়নি (মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৭২১২, ছহীহ মুসলিম ১০৮)।

কিভাবে মানুষ ইমামের নিকট বাই‘আত গ্রহণ করবে

[كيف يبائع الناس الإمام]

১। উবাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَشْرِطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيَّمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً. (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7056)، ومسلم في الإمامة برقم (1709)، واللفظ له)

আমরা রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সুখে-দুখে, আনন্দ-বেদনায়, আমাদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলেও শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার বাই‘আত গ্রহণ করলাম। দায়িত্বশীলদের সাথে ঝগড়া করবো না, আমরা যেখানেই থাকি না কেন সত্য কথা বলবো, আল্লাহর জন্য কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরোয়া করবো না।^{৪১}

২। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَايَعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنِي: «فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ». (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7204)، واللفظ له، ومسلم برقم (56))

আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তাঁর কথা শোনার, তাঁকে মান্য করার ও সকল মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনার বিষয়ে বায়‘আত

৪১. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৭১৯৯, ৭০৫৬, ছহীহ মুসলিম ১৭০৯।

করলাম। তিনি আমাকে এ কথা বলতে শিখিয়ে দিলেন যে, যতটা করতে আমি আমি সক্ষম হই।^{৪২}

বাই‘আত ভঙ্গের বিধান [حکم نکت البیعة]

চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ওয়াজিব। চাই তা মুসলিমদের মাঝে হোক, অথবা কাফির ও মুসলিমদের মাঝে হোক অথবা কোন ব্যক্তি পর্যায়ে হোক।

আর সর্বপ্রকার বাই‘আত এসব চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত। এক্ষণে, বাই‘আতের শ্রেণী অনুযায়ী সেগুলি ভঙ্গের হুকুম উল্লেখ করা হচ্ছে,

১। ইসলামের উপর বাই‘আত গ্রহণকারী তা ভঙ্গ করলে তিনি কাফির ও মুরতাদ (দ্বীন পরিত্যাগকারী) বলে গণ্য হবে। ইসলামের উপর বাই‘আত নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে। এ বাই‘আত তিনি সকল মুসলিম থেকে নেননি। কেননা অনেক মুসলিম নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখেননি। আর তাদের অধিকাংশই নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতের উপর হাত রেখে বাই‘আত নেননি।

২। মক্কাহ বিজয়ের পর হিজরতের উপর বাই‘আত ছিল হয়েছে।

৩। সাহায্য ও জিহাদের ব্যাপারে অথবা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার ব্যাপারে শারঈ কারণ ব্যতীত তা ভঙ্গ করলে এটা কাবীরাত গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ বলে গণ্য হবে। শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার উপর এ বাই‘আত ভঙ্গ করা সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ।

قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمُسَوِّدٌ أَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: 10]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন: আর যারা তোমার কাছে বাই‘য়াত গ্রহণ করে তারা শুধু আল্লাহরই কাছে বাই‘য়াত গ্রহণ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর; অতঃপর যে কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করলে তার ওয়াদাভঙ্গের পরিণাম বর্তাবে তারই ওপর। আর যে আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পূরণ করবে অচিরেই আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কার দেবেন (সূরা আল ফাতাহ ৪৮:১০)।

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ، فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَمَاتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ». متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7053)، ومسلم برقم (1849)، واللفظ له.

ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কোন লোক নিজ আমীরের কাছে খরাপ কিছু দেখবে সে যেন তাতে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে লোক জামা‘আত থেকে এক বিঘাত পরিমাণও বিচ্ছিন্ন হবে তার মৃত্যু অবশ্যই জাহিলীয়াতের মৃত্যুর মত (মুজাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৭০৫৩, ছহীহ মুসলিম ১৮৪৯)।

وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». أخرجه مسلم برقم (1851)

জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ বাজালী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তার কোন দলীল থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল আর তার ঘাড়ে আনুগত্যের কোন চুক্তি নেই তার মৃত্যু জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু (ছহীহ মুসলিম ১৮৫১)।

খলিফার আবশ্যকীয় কার্যাবলী [واجبات الخليفة]

মুসলিম খলিফার আবশ্যকীয় কার্যাবলী নিম্নরূপ:

১। দীন প্রতিষ্ঠা করা (إقامة الدين): আর তা বাস্তবায়িত হবে দীন সংরক্ষণ, তার উপর আমল, দ্বিনের পথে আহ্বান, দ্বীন শিক্ষা দেয়া, সন্দেহ নিরাসন, মানুষের উপর তার প্রয়োগ, আইন কানুন ও দণ্ডবিধি চালুকরণ, আল্লাহর পথে জিহাদ করা ও আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান দ্বারা মানুষের মাঝে ফায়সালা করার মাধ্যমে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} ... [ص: 26]

(হে দাউদ), অবশ্যই আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি। অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল (সূরা সাদ ৩৮:২৬)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} . [النساء: 58]

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফায়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফায়সালা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে কতইনা সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব শ্রোতা, সর্বদষ্টা (সূরা আন নিসা ৪:৫৮)।

২। আত্মনির্ভরশীল ও মর্যাদাবানদের দায়িত্বে নিযুক্ত করা (اختيار الأكفاء)
للمناصب والولايات):

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: 26]

রমণীদ্বয়ের একজন কলল, হে আমার পিতা, আপনি তাকে মজুর নিযুক্ত করুন। নিশ্চয় আপনি যাদেরকে মজুর নিযুক্ত করবেন তাদের মধ্যে সে উত্তম, যে শক্তিশালী বিশ্বস্ত (সূরা আল কাসাস ২৮:২৬)।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنْهُ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَى»
(أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْم (7198)

আল্লাহ যাকেই নাবী হিসেবে পাঠান, আর যাকেই খলিফা নিযুক্ত করেন, তার জন্য দু'জন করে ঘনিষ্ঠ জন থাকে। একজন তাকে ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং তাকে তার প্রতি উৎসাহিত করে। আর আরেকজন তাকে মন্দ কাজের আদেশ দেয় এবং তাকে তার প্রতি উৎসাহিত করে। কাজেই নিষ্পাপ ঐ ব্যক্তিই যাকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেন।^{৪০}

৩। দায়িত্বে সচেতন থাকা ও সকল কার্যাবলী সু-সম্পন্ন করা (تفقد أحوال)
(الرعية، وتدبير أمورها):

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (893)، ومسلم برقم (1829)، واللفظ له).

ইবনু উমার (রা.) নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্ববান এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। আমীর বা নেতা তার অধীনস্থ লোকদের উপর দায়িত্ববান এবং তাদের সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের উপর দায়িত্বশীল, তাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। স্ত্রী স্বীয় স্বামীর বাড়ী ও সন্তানের উপর দায়িত্ববান, সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে। গোলাম তার মনিবের মাল-সম্পদের উপর দায়িত্ববান, সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে। ওহে! তোমাদের প্রত্যেকেই (স্ব স্ব স্থানে) একজন দায়িত্ববান এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।^{৪৪}

৪। দায়িত্বপালনে কোমল ও অধীনস্থদের প্রতি কল্যাণকামী হওয়া, তাদের দোষ-ত্রুটি খোঁজ না করা (الرفق بالرعية، والنصح لهم، وعدم تتبع عوراتهم):

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ». قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَأَنْتُمْ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» (أخرجه مسلم برقم (55))

তামীমদারী (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সদুপদেশ দেয়াই দীন। আমরা বললাম, কার জন্য উপদেশ? তিনি বললেন: আল্লাহর, তাঁর কিতাবের, তাঁর রসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের।^{৪৫}

৪৪ মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৮৯৩, ছহীহ মুসলিম ১৮২৯।

৪৫ ছহীহ মুসলিম ১৮৫১।

وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7151)، ومسلم برقم (142)، واللفظ له).

মা'কিল ইবনু ইয়াসার আল-মুযনী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা যাকে জনগণের শাসনভার প্রদান করেন আর সে খিয়ানতকারীরূপে মৃত্যুবরণ করে, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।^{৪৬}

وَعَنْ مَعْقِلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ هُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ». (أخرجه مسلم برقم (142))

মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, মুসলিমদের দায়িত্বে নিযুক্ত কোন আমীর (শাসক) যদি তাদের কল্যাণ কামনা না করে এবং তাদের স্বার্থ রক্ষায় সর্বাঙ্গিক প্রয়াস না চালায়, তবে সে মুসলিমদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।^{৪৭}

৫। চরিত্রবান হওয়া (أَنْ يَكُونَ قَدْوَةً حَسَنَةً لِرَعِيَّتِهِ) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَأِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4].

আর অবশ্যই তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত (সূরা আল কুলাম ৬৮:৪)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} [السجدة: 24].

আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত (সূরা আস সাজদাহ ৩২:২৪)।

৪৬ মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৭১৫০, ছহীহ মুসলিম ১৪২।

৪৭ ছহীহ মুসলিম ১৪২।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ } [الأعراف: 199].

তুমি ক্ষমা প্রদর্শন কর এবং ভালো কাজের আদেশ দাও। আর মু'খদের থেকে বিমুখ থাক (সূরা আল আরাফ ৭:১৯৯)।

৬। দায়িত্বশীল ও কর্মচারীদের কাজের হিসাব গ্রহণ করা (محاسبة الولاية والعمال)

(فيما وكلهم فيه):

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ - رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّثْبَةِ، عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي. قَالَ: «فَهَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرُ يَهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ يَعْيرُ لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقْرَةً لَهَا خَوَازٍ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رَأَيْنَا عُقْرَةَ إِبْطِيهِ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2597)، واللفظ له، ومسلم برقم (1832))

আবু হুমাইদ সা'ঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আযদ গোত্রের ইবনু উতবিয়া নামের এক লোককে সদাকাহ সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, এগুলো আপনাদের আর এগুলো আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে তার বাবার ঘরে কিংবা মায়ের ঘরে কেন বসে থাকল না! তখন সে দেখতে পেত, তাকে কেউ হাদিয়া দেয় কি দেয় না? যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, সদাকার মাল হতে স্বল্প পরিমাণও যে আত্মসাৎ করবে, সে তা কাঁধে করে কিয়ামাত দিবসে উপস্থিত হবে। সেটা উট হলে তার আওয়াজ করবে, আর গাভী হলে হাঙ্গা হাঙ্গা আওয়াজ করবে, আর বকরী হলে ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। অতঃপর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দু'হাত এ পরিমাণ উঠালেন যে, আমরা তার দু'বগলের

শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌছে দিয়েছি?^{৪৮}

৭। রাষ্ট্রের অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ ও শরীয়াত সম্মত খাতে তা ব্যয় করা: যেমন-যাকাত, অমুসলিমদের নিকট থেকে প্রাপ্ত কর, বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ, যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ ও অন্যান্য প্রাপ্ত সম্পদ- খনিজ সম্পদ ও অনুরূপ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [التوبة: 103]

তাদের সম্পদ থেকে সদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দু'আ কর, অবশ্যই তোমার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বোজ্ঞ (সূরা আত তাওবা ৯:১০৩)।

৮। আল্লাহর পথে আহ্বান করা (الدعوة إلى الله), সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ করা (والنهي عن المنكر):

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ } .. [النحل: 125]

তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রব-ই জানেন কে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন (সূরা আন নাহল ১৬:১২৫)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [آل عمران: 104]

আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম (সূরা আল ইমরান ৩:১০৪)।

৯। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের মাঝে সন্ধি স্থাপন করা (رعاية مصالح الأمة الداخلية وال خارجية): আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ} [التوبة: 128]

নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু (সূরা আত তাওবা ৯:১২৮)।

১০। শুরা পরিষদের সাথে আলোচনা করা (مشاورة الإمام أهل الشورى):

সঠিক সিদ্ধান্তে ঐকমত্য হওয়া, পরামর্শকারীদের অন্তর স্বচ্ছ হওয়া, শক্তি-সামর্থ্য জাতির কল্যাণে নিয়োজিত থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} ... [آل عمران: 159]

আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন (সূরা আল ইমরান ৩:১৫৯)।

১১। কাফিরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করা (عدم موالاة الكفار):

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} .. [المائدة: 51]

হে মুমিনগণ, ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না (সূরা আল মায়িদা ৫:৫১)।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} ... [المائدة: 57]

হে মুমিনগণ, তোমরা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের দীনকে উপহাস ও খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করে, তাদের মধ্য হতে তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং কাফিরদেরকে। আর তাকওয়া অবলম্বন কর, যদি তোমরা মু‘মিন হয়ে থাক (সূরা আল মায়িদা ৫:৫৭)।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

{بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَتُهُمْ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿٥٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} ... [النساء: 138 - 140].

মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও যে, নিশ্চয় তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। যারা মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান চায়? অথচ যাবতীয় সম্মান আল্লাহর। আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়, তা না হলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকে জাহান্নামে একত্রকারী (সূরা আন নিসা ৪:১৩৮-১৪০)।

জনগণের দায়িত্ব-কর্তব্য [واجبات الأمة]

ইমামের প্রতি নাগরিকদের দায়িত্ব-কর্তব্য নিম্নরূপ:

১। আল্লাহর অবাধ্যতা ব্যতিরেকে ইমামের কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা (السمع والطاعة للإمام في غير معصية الله): আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}

... [النساء: 59]

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যর্পণ কর—যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর (সূরা আন নিসা ৪:৫৯)।

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7144)، واللفظ له، ومسلم برقم (1839)).

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) হতে বর্ণিত। রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যতক্ষণ আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া না হয়, ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সকল বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তার কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা কর্তব্য। যখন আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হয়, তখন শ্রবণ করা ও আনুগত্য নেই।^{৪৯}

৪৯. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৭১৪৪, ছহীহ মুসলিম ১৮৩৯।

২। ইমামের আনুগত্য পরিহার না করা, তবে আল্লাহর অবাধ্যতায় তার আনুগত্য পরিত্যাগ করতে হবে (عدم نزع طاعته، فلا يطاع في المعصية، ولا تُنزع) (طاعته في غيرها):

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَزْنَا مِنْهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ، لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: «لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» وَقَالَ لِلْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ». متفق عليه (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (4340)، ومسلم برقم (1840)، واللفظ له)

আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে আমীর নিযুক্ত করে একটি সেনাবাহিনী পাঠান। সে আগুন জ্বালিয়ে তাতে অধীনস্তদের ঝাঁপ দিতে বলল। একদল লোক তাতে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হল। অপর দল বলল: যে আগুন থেকে আমরা পলায়ন করেছি, তাতে ঝাঁপ দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। অতঃপর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করা হল। তখন রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যারা আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত ছিলেন তাদের লক্ষ্য করে বললেন: যদি তোমরা তাতে প্রবেশ করতে তাহলে কিয়ামাত পর্যন্ত তাতেই অবস্থান করতে (বের হতে পারতে না)। অপর দলকে উত্তম কথা বললেন। তিনি বললেন: আল্লাহর অবাধ্যতায় আনুগত্য নেই, আনুগত্য কেবল ভালকাজে।^{৫০}

৩। পারস্পরিক কল্যাণ কামনা করা, ইমামের জন্য দূ'আ করা, যারা ইমামের নিকট পৌঁছাতে পারেন এমন মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গ ও আলিমদের মাধ্যমে ইমামের নিকট উপদেশ পৌঁছানো (ومن لا المناصحة بتقديم النصح له، والدعاء له، ومن لا) (يستطيع الوصول إليه يُبلغ من يُوصِل إليه النصيحة من العلماء والوجهاء):

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{أَبْلَغُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ} ... [الأعراف: 68].

আমি তোমাদের নিকট আমার রবের বাণীসমূহ পৌছাইছি। আর আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত কল্যাণকামী (সূরা আল আরাফ ৭:৬৮)।

وَعَنْ نَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «الِدِّينُ النَّصِيحَةُ». قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». (أخرجه مسلم برقم (55)).

তামীমদারী (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সদুপদেশ দেয়াই দ্বীন। আমরা বললাম, কার জন্য উপদেশ? তিনি বললেন: আল্লাহর, তাঁর কিতাবের, তাঁর রসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের।^{৫১}

৪। ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে ইমামকে সাহায্য-সহযোগিতা করা (نصرة الإمام ومؤازرته) : আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} ... [المائدة: 2]

সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর (সূরা আল মায়িদা ৫:২)।

৫। পরস্পর ধোঁকা দেয়া ও খিয়ানত না করা (عدم الغش والخيانة لهم ولغيرهم): আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} ... [الأَنْفَال: 27]

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের খিয়ানত করো না। খিয়ানত করো না নিজেদের আমানতসমূহের অথচ তোমরা জান (সূরা আন আনফাল ৮:২৭)।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». (أخرجه مسلم برقم (101)).

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে ও আমাদেরকে ধোঁকা দিবে তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।^{৫২}

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَدًا: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنْ دَعَوْتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ». (صحيح/ أخرجه أحمد برقم (21590)، وابن حبان برقم (67)).

যায়িদ বিন সাবিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি। তিনটি বৈশিষ্ট্য কখনই মুসলিমদের অন্তর থেকে বের হয় না। কর্ম একমাত্র আল্লাহরই জন্য হওয়া, নির্দেশ পালনে পরস্পর কল্যাণ কামনা করা, জামা'আত আঁকড়ে ধরা। অতঃপর তাদের আহ্বান পরবর্তীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।^{৫৩}

৬। শাসকগোষ্ঠীর যুলম-অত্যাচারের সময় ধৈর্য ধারণ করা (لزوم الصبر عند)

(ظلم الولاة واستثأرهم):

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا؟ قَالَ: «سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَهُ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ». (متفق عليه، أخرجه البخاري (3792)، ومسلم (1845)، واللفظ له).

উসায়দ ইবনু হুযাইর (রা.) হতে বর্ণিত, একজন আনসারী বললেন, হে আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি কি আমাকে অমুকের

৫২. ছহীহ মুসলিম ১০১।

৫৩. ছহীহ: মুসনাদে আহমাদ ২১৫৯০, ইবনে হিব্বান ৬৭।

ন্যায় দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন না? তিনি বললেন, তোমরা আমার ওফাতের পর অপরকে অগ্রাধিকার দেয়া দেখতে পাবে, তখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে অবশেষে আমার সাথে সাক্ষাত করবে এবং তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাতের স্থান হল হাউয।^{৫৪}

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَمَاتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ». متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7053)، ومسلم برقم (1849)، واللفظ له.

ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে লোক নিজ আমীরের নিকট অপছন্দনীয় কিছু দেখবে সে যেন তাতে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে লোক জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণও বিচ্ছিন্ন হবে তার মৃত্যু অবশ্যই জাহিলীয়াতের মৃত্যুর মত।^{৫৫}

৭। শাসকগোষ্ঠীর অনুসরণ করতে হবে, যদিও তারা অধিকার না দেয় (طاعة الأُمراء وإن منعوا الحقوق):

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ يَزِيدٍ الْجُعْفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ». (أخرجه مسلم برقم (1846)).

সালামাহ ইবনু ইয়াযীদ আল জু'ফী (রা.) রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ মর্মে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর নাবী! যদি আমাদের উপর এমন শাসকের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তারা তাদের হক তো আমাদের কাছে দাবী করে; কিন্তু আমাদের হক তো তারা দেয় না। এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি করতে বলেন? তিনি তার উত্তর এড়িয়ে গেলেন। তিনি আবার তাঁকে প্রশ্ন করলেন। আবারও তিনি এড়িয়ে গেলেন। এভাবে প্রশ্নকারী দ্বিতীয়

৫৪. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৩৭৯২, ছহীহ মুসলিম ১৮৪৫।

৫৫. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৭০৫৩, ছহীহ মুসলিম ১৮৪৯।

বা তৃতীয়বারও একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন আশ'আস ইবনু কায়স (রা.) তাকে (সালামাকে) টেনে নিলেন এবং বললেন, তোমরা শুনবে এবং মানবে। কেননা তাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর বর্তাবে, আর তোমাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তোমাদের উপর বর্তাবে।^{৫৬}

৮। বিশেষ করে ফেতনার সময় এবং সর্বদা মুসলিম জামা'আত ও তাদের ইমাম বা শাসকের সাথে থাকা (لِزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامِهِمْ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ وَفِي كُلِّ حَالٍ):

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخْنٌ» قُلْتُ: وَمَا دَخْنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَسْتَتُونَ بِغَيْرِ سِتِّي، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ»، فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، دُعَاءُ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: «نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِاللِّسَانِ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلَزُمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ» فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هُمْ جَمَاعَةً وَلَا إِمَامًا؟ قَالَ: «فَاعْتَرِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعْصَ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ». (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3606)، ومسلم برقم (1847)، واللفظ له.

হুযাইফা ইবনু ইয়ামান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট কল্যাণের বিষয়ে প্রশ্ন করত। আর আমি তাঁর নিকট প্রশ্ন করতাম অকল্যাণ সম্পর্কে এ ভয়ে যে, পরে না তা আমাকে পেয়ে বসে। তাই আমি (কোন এক সময়) প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা অজ্ঞতা ও অমঙ্গলের মধ্যে ছিলাম। তারপর আল্লাহ আমাদের

জন্য এ কল্যাণ প্রদান করলেন। এ কল্যাণের পরও কি কোন অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর আমি বললাম, এ অকল্যাণের পর কি আবারও অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে তাতে ধুম্রতা আছে। আমি বললাম, কী সে ধুম্রতা? তিনি বললেন, তখন এমন একদল লোকের উদ্ভব হবে যারা আমার প্রবর্তিত পথ ছাড়া অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করবে, আমার প্রদর্শিত হিদায়াতের পথ ছেড়ে অন্যত্র তুমি হিদায়াত খুঁজবে। দেখবে তাদের মাঝে ভাল মন্দ উভয়টাই বিদ্যমান। তখন আমি বললাম, এ কল্যাণের পর কি কোন অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন হ্যাঁ, জাহান্নামের দরজার দিকে আহবানকারীদের উদ্ভব হবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তারা তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করবে। আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তাদের পরিচয় তুলে ধরুন। তিনি বললেন হ্যাঁ, তাদের বর্ণ হবে আমাদের মতই এবং তারা আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যদি আমরা সে পরিস্থিতির মুখোমুখি হই তবে আমাদেরকে আপনি কি করতে বলেন? তিনি বললেন, তোমরা মুসলিমদের জামা‘আত ও ইমামের সাথে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, যদি আমাদের কোন জামা‘আত বা ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তা হলে সে সব বিচ্ছিন্নতাবাদ (ফিরকা-ভ্রান্ত দল) থেকে তুমি আলাদা থাকবে- যদিও আমৃত্যু একটি বৃক্ষমূল দাঁত দিয়ে আঁকড়ে থাকতে হয়।^{৫৭}

عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ غُمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصْبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً، فَقُتِلَ، فَقَتْلُهُ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ».

(أُخْرِجَهُ مُسْلِمٌ بِرَقْم (1848)

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি (আমীরের) আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল এবং জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতে যুদ্ধ করে (গোত্রপ্রীতির জন্য যুদ্ধ করে) অথবা গোত্রপ্রীতির দিকে আহ্বান করে

অথবা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে (আল্লাহ ও তার দ্বীনের জন্য নয়) আর তাতে নিহত হয়, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। আর যে আমার উম্মাতের উপর আক্রমণ করে, আমার উম্মাতের ভাল-মন্দ সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করে; মু'মিনকেও রেহাই দেয় না এবং যার সাথে সে ওয়াদাবদ্ধ তার ওয়াদাও রক্ষা করে না, সে আমার কেউ নয়, আমিও তার কেউ নই।^{৫৮}

৯। শরী'আত পরিপছী কাজে আমীরদের বিরোধিতা করতে হবে, তবে যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সংগ্রাম বর্জন করতে হবে (الإِنكَارَ عَلَى الْأُمَرَاءِ فِيمَا يَخَالِفُ الشَّرْعَ، وَتَرْكَ قِتَالَهُمْ مَا صَلُّوا):^{৫৯}

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِيءًا، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: أَفَلَا نَقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا صَلَّوْا»
(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِرَقْمٍ 1854)

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: অচিরেই এমন কতক আমীরের উদ্ভব হবে তোমরা তাদের চিনতে পারবে এবং তাদের অপছন্দ করবে। যে ব্যক্তি তাদের স্বরূপ চিনল সে মুক্তি পেল এবং যে ব্যক্তি তাদের অপছন্দ করল সে নিরাপদ হল। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের পছন্দ করল এবং অনুসরণ করল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হল)। জিজ্ঞেস করা হলো: আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: না, যতক্ষণ তারা সলাত আদায় করে।^{৬০}

১০। আমীরদের বিরোধিতা করা যাবে না, তাদের গোপনীয় বিষয় মানুষের সামনে প্রকাশ করা যাবে না; বরং গোপনে তাদেরকে নহীহত করতে হবে।

৫৮. ছহীহ মুসলিম ১৮৪৮।

৫৯. আল্লাহর অবাধ্যতায় আনুগত্য হারাম: فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ যদি আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়, তবে তা শুনবে না এবং মানবেও না (সহীহ মুসলিম ১৮৩৯)। لَا طَاعَةَ فِي إِمَّا الطَّاعَةِ فِي الْمَعْرُوفِ আল্লাহর অবাধ্য হয় এমন কাজে আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবলই ভাল কাজে (সহীহ মুসলিম ১৮৪০)।

৬০. সহীহ মুসলিম ১৮৫৪।

খুৎবার মিম্বারে, বক্তব্যের মধ্যে, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদিতে তাদের দোষত্রুটি প্রকাশ করা যাবে না। কারণ, এসবগুলিতে ফেতনা রয়েছে। (عدم الخروج عليهم، وعدم كشف عوراتهم أمام الناس، بل يناصحهم سراً، ولا يجوز التشهير بهم على المنابر وفي الصحف ونحوها؛ لما في ذلك من الفتنة)

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ} [البُورِج: 10]

অবশ্যই যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে শাস্তি দেয় তারপর তাওবা করে না তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। আর তাদের জন্য রয়েছে আগুনে দহন হওয়ার শাস্তি (সূরা আল বুরূজ ৮৫:১০)।

وَعَنْ عَرْفَجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشَقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَأَفْتَنَلَهُ». (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِرَقْمٍ (1852)

আরফাজাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি: তোমাদের এক নেতার অধীনে একতাবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি এসে তোমাদের শক্তি খর্ব করতে উদ্যত হবে অথবা তোমাদের জামা'আত বা ঐক্য বিনষ্ট করতে চায় তাকে তোমরা হত্যা করো।^{৬১}

১১। শাসনামলের শেষ পর্যন্ত অথবা ক্ষমতা নিঃশেষ হওয়া অবধি ইমামের শাসন কার্যপরিচালনায় কতিপয় যোগ্যতা থাকা দরকার যাতে চাটুকার ও মুনাফিকদের থেকে নিরাপদ থাকা যায় (البقاء في الحكم مدة صلاحيته للإمامة)

রসূল -যেমন-: (حتى ينتهي أجله، أو يفقد قدرته وطاقته، ليأمن الملق والنفاق) ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খলিফা রাশিদীনের মধ্যে শেষ পর্যন্ত তা অবশিষ্ট ছিল।

আল্লাহর অবাধ্য বিষয়ে খলিফার আনুগত্য করার শাস্তি

[عقوبة طاعة الخلفاء في المعصية]

দুনিয়ার সুখ-শান্তির জন্য মানুষ এমন শাসকদের আনুগত্য করে যারা বিদ'আতী কাজে, আল্লাহর অবাধ্য হয় এমন কাজের আদেশ দেয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাদের ঈমান বের করে নিবেন, ভীতি চাপিয়ে দিবেন, অভাবে ফেলবেন, এমনকি কঠিন অবস্থার সম্মুখীন করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَكَايْنٍ مِنْ فَرِيَةٍ عَثَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكَرًا} ﴿٨﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا { [الطلاق: ৮ - ৯] .}

আর অনেক জনপদ তাদের রব ও তাঁর রসূলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধে গিয়েছে। ফলে তাদের কাছ থেকে কঠোর হিসাব নিয়েছি এবং তাদেরকে আমি কঠিন আযাব দিয়েছি। অতএব তারা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আশ্বাদন করেছে আর ক্ষতিই ছিল তাদের কাজের পরিণতি (সূরা আত ত্বলাক ৬৫:৮-৯)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: ৫৪]

আর যারা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, যখন তারা তোমার কাছে আসে, তখন তুমি বল, 'তোমাদের উপর সালাম। তোমাদের রব তাঁর নিজের উপর লিখে নিয়েছেন দয়া, নিশ্চয় যে তোমাদের মধ্য থেকে না জেনে খারাপ কাজ করে তারপর তাওবা করে এরপরে শুধরে নেয়, তবে তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু (সূরা আন আন'আম ৬:৫৪)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: ৩২] .}

বল, তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য কর। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না (সূরা আল ইমরান ৩:৩২)।

অবাধ্য সম্প্রদায়কে ইমামের পরিত্যাগ করার বিধান

[حکم هجر الإمام أهل المعاصي]

ইমাম তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। জন সংশোধনের জন্য ইমামের কিছু আদাব-শিষ্টাচার রয়েছে। এ আচরণ অবাধ্য ও গুনাহের ভিন্নতায়, ঈমান ও ইলমের ভিন্নতায়, মুখতা, ভুলে যাওয়া ও জিদ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ -وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ- قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَذَكَرَ حَدِيثَهُ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَأَذَنَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا. (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7225)، واللفظ له، ومسلم برقم (2796)).

আব্দুল্লাহ ইবনু কা'ব ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। কা'ব অন্ধ হয়ে যাবার পর তার ছেলেদের মধ্যে হতে তিনি তাকে (কা'ব) পথ দেখাতেন। তিনি বলেন, আমি কা'ব ইবনু মালিককে বলতে শুনেছি যে, যখন তিনি তাবুকের যুদ্ধে রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে গমন করা থেকে পিছনে রয়ে গেলেন। তারপর তিনি পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন যে, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদেরকে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন। ফলে পঞ্চাশ রাত আমরা এভাবে থাকলাম। এরপর আল্লাহ আমাদের তাওবা কবুলের কথা রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জানিয়ে দিলেন।^{৬২}

দ্বি-মুখী নীতি অবলম্বনের বিধান

[حَكَمَ ذِي الْوَجْهَيْنِ]

কোন ব্যক্তির জন্য প্রকাশ্যে কোন বিচারক/শাসকের প্রশংসা করা জায়েয নয়, যিনি তার অগোচরে নিন্দা করেন; এরূপ করা মুনাফিকী। আর খারাপ মানুষই এরূপ দ্বি-মুখী নীতি অবলম্বন করে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7179)، واللفظ له، ومسلم برقم (2526))

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন - দু'মুখী লোকেরা সবচেয়ে খারাপ যারা এদের কাছে এক চেহারা নিয়ে আসে আবার ওদের কাছে আরেক চেহারা নিয়ে যায়।^{৬৩}

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ عُمَرَ: «إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا، فَتَقُولُ هُمْ خِلَافَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ، قَالَ: كُنَّا نَعُدُّهَا نِفَاقًا. (أخرجه البخاري برقم (7178))

মুহাম্মদ ইবনু যায়দ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকজন লোক ইবনু উমারকে বলল, আমরা আমাদের শাসকের কাছে গিয়ে তার এমন কথা বলি, তার দরবার থেকে বাইরে আসার পর সে কথার উল্টো বলি। তিনি বলেন, আমরা এটাকেই নিফাক (মুনাফিকী বা কপটতা) বলে গন্য করতাম।^{৬৪}

৬৩. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৭১৭৯, ছহীহ মুসলিম ২৫২৬।

৬৪. ছহীহ বুখারী ৭১৭৮।

نظام الحكم في الإسلام [ইসলামী শাসন ব্যবস্থা]

শাসন ব্যবস্থায় খলিফার শ্রেণীবিন্যাস: শাসকগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম: ন্যায়পরায়ণ শাসক (الإمام العادل المقسط): এমন শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব-আবশ্যিক। তার বিরোধিতা করা হারাম।

দ্বিতীয়: কাফির ও মুরতাদ শাসক (الحاكم الكافر والمردة): এমন শাসকের আনুগত্য পরিত্যাগ করা ওয়াজিব-আবশ্যিক। এমনকি তার বিরোধিতা করা, তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াও ওয়াজিব। কেননা কোন কাফির মুসলিমদের নেতৃত্ব দিতে পারে না।

তৃতীয়: ফাসিক (পাপাচারী) শাসক (الإمام الفاسق): তার দু'টি অবস্থা-

১। ফাসিক শাসক যদি ফিসক (পাপাচার) অন্যের মাঝে সম্প্রসারিত করে, জাতির মাঝে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেয়, সেদিকেই আহ্বান করে তখন তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ওয়াজিব। আর মু'মিনদের জন্য তার চেয়ে অধিক যোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্ব গ্রহণ করা উচিত।

২। যদি শাসকের ফিসক (পাপাচার) শাসক নিজেই কমিয়ে দেন, আর প্রবল ধারণা জন্মে যে, বিরোধিতা করলে ফেতনা সৃষ্টি হবে, তবে এমন শাসকের বিরোধিতা করা জায়েয (বৈধ) নয়। আর ফিতনা প্রতিহতের নামে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়াও বৈধ নয়।

ন্যায়পরায়ণ ইমাম/শাসকের রাজনীতি [سياسة الإمام العادل]

রাজনীতি (السياسة): এমন সমস্ত পদ্ধতি যার দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার সৃষ্টজীবের শান্তি বজায় থাকে।

রাষ্ট্রনীতি দু'ধরনের: অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও পর-রাষ্ট্রনীতি।

অভ্যন্তরীণ রাজনীতি: ইমাম জনসাধারণকে ন্যায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত করবে, তাদের প্রতি অন্যায় করবে না।

পর-রাষ্ট্রনীতি: এটা অমুসলিমদের সাথে আচরণ ও লেন-দেনের বিষয়। অমুসলিমদের সাথে ন্যায়পরায়ণ শাসকের চারটি অবস্থা রয়েছে।

মুয়াহিদ (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম), মুস্তামিন (নিরাপত্তা প্রাপ্ত অমুসলিম), জিম্মি (জিযিয়া প্রদানকারী অমুসলিম), হারবী (মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত অমুসলিম)।

১। মুয়াহিদ (المعاهدون): অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের কোন বিষয়ে এরূপ চুক্তি হওয়া যে, কেউ কারো উপর অন্যায় বাড়াবাড়ি করবে না। যদি তারা চুক্তির উপর অটল থাকে তাহলে আমাদের উপরও অটল থাকা ওয়াজিব। আর তারা চুক্তি ভঙ্গ করে হারবীরূপে (মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত অমুসলিম) গণ্য হবে। যদি চুক্তি ভঙ্গ না করে, কিন্তু আমাদের উত্তেজিত করতে থাকে, তাহলে আমরা তাদের নিরাপত্তা দিব না, আর চুক্তি তাদের প্রতি ছুড়ে ফেলব।

২। মুস্তামিন (المستأمنون): যারা কোন বিষয়ে নিরাপত্তা চায় তাদের সাথে অন্যায় বাড়াবাড়ি জায়েয নয়।

৩। জিম্মি (الذميون): যারা জিযিয়া (অমুসলিমদের নিকট থেকে ধার্যকৃত কর) প্রদান করতে বাধ্য। এরূপ অমুসলিমের সাথে অন্যায় বাড়াবাড়ি করা যাবে না, বরং তাদের অধিকার পূর্ণ করতে হবে।

৪। হারবী (الحربيون): মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত কাফির। তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ না আল্লাহর দীন বিজয়ী হয় - হয় তারা আনুগত্য স্বীকার করে মুসলিম হবে অথবা জিযিয়া প্রদান করবে।

খলিফা রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চারটি বিষয় অনুযায়ী তার রাজনীতি প্রণয়ন করবে।

১। জ্ঞান (العلم): আল্লাহর শরীয়াত বিষয়ে খলিফা জ্ঞানী হবেন, যদি তিনি এ বিষয়ে অক্ষম হন তাহলে আল্লাহর শরীয়াতে অভিজ্ঞ সমসাময়িক আলিমদের সাহায্য নিবেন। তিনি যুগের অবস্থা সম্পর্কেও জ্ঞানবান হবেন।

২। ইবাদত (العبادة): খলিফা ইবাদত, আমল ও চরিত্রের দিক থেকে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হবেন। তিনি যেন অন্যের জন্য আদর্শবান হন।

৩। দা'ওয়াত-আহ্বান (الدعوة): খলিফা আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করবেন। তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইসলাম গ্রহণের জন্য পত্র বিনিময় করবেন। সৎকাজের আদেশ দিবেন ও অসৎকাজের নিষেধ করবেন।

৪। রাজনীতি (السياسة): ন্যায্যের (আদল) ভিত্তিতে মানুষকে পরিচালিত করা।

ইসলামী শাসন পদ্ধতি [قواعد نظام الحكم في الإسلام]

শাসন পদ্ধতির মূলনীতি নিম্নরূপ:

১। আশ্ শুরা - الشورى (পরামর্শ করা): ইমাম/খলিফা দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে শুরা পরিষদের সাথে পরামর্শ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ} ... [الشورى: 38].

তাদের কার্যাবলী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় (সূরা আশ শুরা ৪২:৩৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} ... [আল]

عمران: 159]

আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন (সূরা আল ইমরান ৩:১৫৯)।

২। কাফির হোক আর মুসলিম হোক সকল মানুষের প্রতি ন্যায্যবিচার (العدل)

করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النحل: 90].

নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার এবং নিকটাত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর (সূরা আন নাহল ১৬:৯০)।

৩। অধিকারের ব্যাপারে সকল মানুষের প্রতি সমতা বজায় রাখা (المساواة بين الناس في الحقوق):

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ - ﷺ - فِي امْرَأَةٍ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلْكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرَكُونَ الشَّرِيفَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَفُطِعَتْ يَدُهَا»۔ (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6787)، واللفظ له، ومسلم برقم (6688)۔

আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত যে, উসামাহ এক মহিলার ব্যাপারে নাবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সুপারিশ করলেন। তখন তিনি বললেন: তোমাদের আগেকার সম্প্রদায়সমূহ ধবংস হয়ে গেছে। কারণ তারা নিম্ন শ্রেণীর লোকদের উপর শারীয়াতের শাস্তি কায়েম করত। আর শরীফ (উচ্চ শ্রেণী) লোকদের অব্যহতি দিত। ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, ফাতিমাও যদি এমন কাজ করত, তাহলে অবশ্যই আমি তাঁর হাত কেটে দিতাম।^{৬৫}

৪। মানুষের সম্মান সুরক্ষিত রাখা (حماية كرامة الإنسان): কাফির হোক আর মুসলিম হোক সকল মানুষের সম্মান বজায় রাখা। কাউকে অসম্মান করা অথবা অন্যায়ভাবে কারো রক্তপাত করা বৈধ নয়। তবে কাউকে অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করা অপমানকর নয়, বরং তাকে সংশোধন ও সতর্ক করার জন্য করা হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

৬৫. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৬৭৮৭, ছহীহ মুসলিম ৬৬৮৮।

{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} [الإسراء: 70]

আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিয্ক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের উপর আমি তাদেরকে অনেক মর্যাদা দিয়েছি (সূরা আল ইসরা ১৭:৭০)।

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ فِي حُجَّةِ الْوُودَاعِ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامًا، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا». (متفق عليه، أخرجه البخاري (67)، ومسلم (1679))

আবু বাক্রাহ (রা.) হতে বর্ণিত যে, রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেন: তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সম্মানহানী তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন তোমাদের আজকের এ দিন, তোমাদের এ মাস, তোমাদের এ শহর মর্যাদা সম্পন্ন।^{৬৬}

৫। মানবিক স্বাধীনতা (الحرية الإنسانية): মানবিক সম্মান রক্ষার্থে স্বাধীনতা বজায় রাখা আবশ্যিক। দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি নেই। মুক্ত চিন্তা করার ও সত্য কথা বলার স্বাধীনতা ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে। এমনকি মতামতের স্বাধীনতা ও গঠনমূলক সমালোচনা করা ইসলামে বৈধ করা হয়েছে।

ক। আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা বলেন:

{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 256]

দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হেদায়াত স্পষ্ট হয়েছে দ্রষ্টাতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ [সূরা আল বাকারা ২:২৫৬]।

খ। আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা আরো বলেন:

{قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ}

[يونس: 101]

বল, আসমানসমূহ ও যমীনে কি আছে তা তাকিয়ে দেখ। আর নিদর্শনসমূহ ও সতর্ককারীগণ এমন কওমের কাজে আসে না, যারা ঈমান আনে না [সূরা ইউনুছ ১০:১০১]।

৬। জাতি শাসকের তত্ত্বাবধান করবে, শাসক অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও নাগরিকদের তত্ত্বাবধান করবে (رقابة الأمة للحاكم، ورقابة الحاكم للولاة والرعية):

খলিফা তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে বিনয়ী হবেন। খলিফার আনুগত্য করা ওয়াজিব যদি তিনি আল্লাহ ও রসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী তাদেরকে পরিচালিত করেন। আর যদি তিনি আল্লাহ ও রসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী তাদেরকে পরিচালিত না করেন তাহলে তাকে অপসারণ করা হবে এবং অপর কোন যোগ্য ব্যক্তি শাসক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন। ইমাম হচ্ছে দায়িত্বশীল। প্রজাদের ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন।

আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা আরো বলেন:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال:

[27]

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের খিয়ানত করো না। আর খিয়ানত করো না নিজেদের আমানতসমূহের, অথচ তোমরা জান [সূরা আল আনফাল ৮:২৭]।

ইসলামী নেতৃত্বের প্রকারভেদ [أقسام الولايات في الإسلام]

নেতৃত্ব চার প্রকার:

- ১। সমগ্র রাষ্ট্রের সাথে জড়িত দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ। যেমন-মন্ত্রীগণ।
- ২। নির্দিষ্ট অঞ্চলের সাথে জড়িত দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ। যেমন-কোন অঞ্চলের আমীরগণ। তারা ঐ অঞ্চলের সকল কর্মকান্ডের সাথেই জড়িত থাকবে।
- ৩। সমগ্র রাষ্ট্রের সাথে জড়িত কিন্তু নির্দিষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ। যেমন- প্রধান বিচারপতি অথবা রাজস্ব বোর্ডের প্রধান ইত্যাদি।
- ৪। নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধীনে নির্দিষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ। যেমন- কোন শহরের বিচারক অথবা রাজস্ব আদায়কারীগণ।

দায়িত্বশীলের পদবিন্যাস [وظائف الولاية]

পদবিন্যাস দু'প্রকার: মন্ত্রনালয়, আঞ্চলিক সরকার।

১। মন্ত্রনালয়: এটা দু'প্রকার-

ক। নির্বাহী মন্ত্রনালয় (মন্ত্রিপরিষদ): রাষ্ট্রের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য ইমাম/খলিফা নিজে যাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। এটা বর্তমান যুগের মন্ত্রিপরিষদের ন্যায়। খলিফার পর এটাই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পরিষদ। এ পরিষদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ যোগ্যতার প্রয়োজন হয়।

খ। বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয় (সচিবালয়): নির্বাহী মন্ত্রণালয়ের চেয়ে এটির মর্যাদা কম। এ মন্ত্রণালয় ইমামের নির্দেশ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। নাগরিক ও দায়িত্বশীল এবং ইমামের মাঝে সমন্বয় করে কার্য পরিচালনা করেন।

২। আঞ্চলিক সরকার: রাষ্ট্রের কোন অঞ্চল বা শহরের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য ইমাম কর্তৃক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে আঞ্চলিক সরকার গঠিত হয়।

খলিফা/ইমাম বা শাসকের বিরোধিতা করার বিধান

[حكم الخروج على الأئمة]

ন্যায়পরায়ণ ইমামের বিপক্ষে অবস্থান করার বিধান (حكم الخروج على الإمام) : ন্যায়পরায়ণ ইমামের বিরোধিতা করা কোন ব্যক্তি অথবা দলের জন্য জায়েয নয়। যারা তার বিরোধিতা করবে তাদের প্রতিহত করা হবে, তাদের অন্যায় বাড়াবাড়ি দমন করা হবে, এমনকি প্রয়োজনে তাদের হত্যা করা হবে।

১। আল্লাহ সুবহানাছ তা'আলা বলেন:

{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} ... [الحجرات: 9]

আর যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায় বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের ভালবাসেন (সূরা আল হজুরাত ৪৯:৯)।

২। আরফাজাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি:

«مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ» (أخرجه مسلم برقم (1852)

তোমাদের এক নেতার অধীনে একতাবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি এসে তোমাদের শক্তি খর্ব করতে উদ্যত হয় অথবা তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে চায় তাকে তোমরা হত্যা কর।^{৬৭}

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفْهَاءُ الْأَخْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3611)، ومسلم برقم (1066)، واللفظ له).

আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি: অচিরেই শেষ যুগে (কিয়ামাতের পূর্বে) এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা অল্প বয়স্ক ও স্বল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন হবে। তারা সৃষ্টি জগতের মধ্যে ভাল ভাল কথা বলবে, তারা কুরআন মাজীদ পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের গলার নিচে যাবে না। তীর যেভাবে ধনুক থেকে বেরিয়ে যায় তারাও অনুরূপ বেরিয়ে বেরিয়ে যাবে। অতএব, তোমরা তাদের সাথে মুখোমুখী হলে তাদের হত্যা করে ফেলবে। কেননা তাদেরকে যারা হত্যা করবে তারা কিয়ামাতের দিন আল্লাহর কাছে সওয়াব পাবে।^{৬৮}

৬৭. ছহীহ মুসলিম ১৮৫২।

৬৮. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৩৬১১, ছহীহ মুসলিম ১০৬৬।

অন্যায়কারী ইমামের (শাসকের) বিরোধিতা করার বিধান

[حكم الخروج على الإمام الجائر]

জালিম ও পাপাচারী শাসকদের বিরোধিতা অস্ত্রের মাধ্যমে করা বৈধ, যখন তাদের অত্যাচার ও পাপাচার প্রকাশ্য কুফুরী বলে গণ্য হবে, সলাত পরিত্যাগ করবে অথবা আল্লাহ তা‘আলার অবতীর্ণ বিধান ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা জাতিকে পরিচালিত করবে। তবে অস্ত্রের মাধ্যমে শাসকদের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা (শক্তি, সামর্থ্য) থাকতে হবে।

শাসকের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির সময় ফিতনার আশঙ্কা, রক্তপাত ঘটানো, ঐক্য বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি কারণে ধৈর্য ধারণ করা জাতির জন্য আবশ্যিক। তাদের বিরোধিতা না করা যতক্ষণ না কোন সাহায্য আসে।

আর যদি তাদের পাপাচার বন্ধ হয়, তবে বিরোধিতা করবে না। বরং পরস্পর কল্যাণ কামনা করবে, উপদেশ দিবে, আল্লাহর অবাধ্য না হলে শাসকের অনুগত থাকবে, আনুগত্য পরিত্যাগ করবে না।

১। ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شَبِيرًا فَيَمُوتُ،

إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7143)، ومسلم برقم

(1849)

কেউ যদি তার আমীর (শাসক) থেকে এমন কিছু দেখে, যা সে অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কারণ যে কেউ জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলীয়াতের মৃত্যু।^{৬৯}

২। আবদুল্লাহ (রা.) নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন:

«السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» (متفق عليه، أخرجه البخاري (7144)، ومسلم برقم (1839))

যতক্ষণ আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া না হয় ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সকল বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমীরের কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা কর্তব্য। যখন নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয়, তখন আর কোন মান্যতা ও আনুগত্য নেই।^{৭০}

৩। আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ»
(أخرجه مسلم برقم (1836))

তুমি অবশ্যই আমীরের কথা শুনবে এবং মানবে তোমার সংকটকালে ও স্বাভাবিক সময়ে, অনুরাগ ও বিরাগে এবং যখন তোমার উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে তখনও।^{৭১}

৪। উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا

৬৯. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৭১৪৩, ছহীহ মুসলিম ১৮৪৯।

৭০. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৭১৪৪, ছহীহ মুসলিম ১৮৩৯।

৭১. ছহীহ মুসলিম ১৮৩৬।

خَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَّائِمٍ (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7199)، ومسلم برقم (1709)،
واللفظ له - كتاب الإمارة)

আমরা রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এ মর্মে বায়'আত করলাম যে, সুখে দুখে আনন্দ-বেদনায় আমাদের উপর অন্যদের অগ্রাধিকার দিলেও আমরা তার কথা শুনব ও মানব। দায়িত্বশীলদের নির্দেশের ক্ষেত্রে মতভেদে লিপ্ত হব না। যেখানেই থাকি না কেন সত্যের উপর অটল থাকব কিংবা আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করব না।^{৭২}

৫। উসায়দ ইবনু হুযায়র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন:

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ - ، فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ
فُلَانًا؟ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَهُ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ» (متفق
عليه، أخرجه البخاري برقم (3792)، ومسلم برقم (1845)، واللفظ له.

একজন আনসারী বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনি কি আমাকে অমুকের ন্যায় দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন না? তিনি বললেন, তোমরা আমার ওফাতের পর অপরকে অগ্রাধিকার দেয়া দেখতে পাবে, তখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে, অবশেষে আমার সাথে সাক্ষাত করবে এবং তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাতের স্থান হল হাউয।^{৭৩}

৬। সালামাহ ইবনু ইয়াযিদ আল-জুফী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَمَنْعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ
عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَبِيْسٍ،
وَقَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ» (أخرجه مسلم برقم
(1846)

হে আল্লাহর নাবী! যদি আমাদের উপর এমন শাসকের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তারা তাদের হক তো আমাদের কাছে দাবী করে কিন্তু তারা আমাদের হক

৭২. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৭১৯৯, ছহীহ মুসলিম ১৭০৯।

৭৩. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৩৭৯২, ছহীহ মুসলিম ১৮৪৫।

তারা দেয় না। এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি করতে বলেন? তিনি তার উত্তর এড়িয়ে গেলেন। তিনি আবার তাকে প্রশ্ন করলেন। আবার তিনি এড়িয়ে গেলেন। এভাবে প্রশ্নকারী দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারও একই প্রশ্নের পুরাবৃত্তি করলেন। তখন আশ‘আস ইবনু কায়স তাকে (সালামাকে) টেনে নিলেন এবং বললেন, তোমরা শুনবে এবং মানবে। কেননা তাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর বর্তাবে আর তোমাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তোমাদের উপর বর্তাবে।^{৭৪}

৭। আওফ ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«خِيَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَايِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَائِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِرَقْم (1855)

তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হচ্ছে তারা যাদেরকে তোমরা ভালবাস আর তারাও তোমাদের ভালবাসে। তারা তোমাদের জন্য দু‘আ করে, তোমরাও তাদের জন্য দু‘আ কর। পক্ষান্তরে তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারা যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর আর তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও আর তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। বলা হল হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের তরবারী দ্বারা প্রতিহত করব না? তখন তিনি বললেন: না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে সলাত কায়িম রাখবে। আর যখন তোমাদের শাসকদের মধ্যে কোনরূপ অপছন্দনীয় কাজ দেখবে; তখন তোমরা তাদের সে কাজকে ঘৃণা করবে; কিন্তু তাদের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিবে না।^{৭৫}

৮। উম্মু সালামাহ (রা.) এর সূত্রে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

৭৪. ছহীহ মুসলিম ১৮৪৬।

৭৫. ছহীহ মুসলিম ১৮৫৫।

«إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِيَءٌ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ
 سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا صَلَّوْا»
 (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِرَقْمِ 1854)

তোমাদের উপর এরূপ কতিপয় আমীর নিযুক্ত করা হবে তোমরা তাদের
 চিনতে পারবে এবং অপছন্দ করবে। যে তাদের অপছন্দ করল সে মুক্তি পেল
 এবং যে প্রত্যাখান করল সে দিরাপদ হলো। কিন্তু যে (তাদের প্রতি সন্তুষ্ট)
 থাকল এবং অনুসরণ করল (সে ক্ষতি গ্রস্ত হলো)। লোকেরা জানতে চাইল,
 হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন,
 না, যতক্ষণ তারা সলাত আদায়কারী থাকবে (সহীহ মুসলিম ১৮৫৪)।

ইমাম/শাসকের বিরোধিতা করার প্রকরণ

[أنواع الخروج على الأئمة]

শাসকের বিরোধিতা করার কতিপয় অবস্থা:

- খলিফার নেতৃত্ব অস্বীকার করার মাধ্যমে বিরোধিতা করা।
- খলিফাকে সাবধান করার মাধ্যমে বিরোধিতা করা।
- তার আনুগত্য ও সহযোগিতা পরিত্যাগের মাধ্যমে বিরোধিতা করা।
- তার বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে বিরোধিতা করা।
- সামনাসামনি প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করা।
- অস্ত্র দ্বারা প্রতিহত করা পূর্বক বিরোধিতা করা।
- আর অস্ত্র দ্বারা ইমামের বিরোধিতা করা খাওয়ারীজ অথবা বিদ্রোহীদল অথবা ছিনতাইকারী দল অথবা ন্যায়সঙ্গত দলের জন্য পাপিষ্ঠ ইমামের বিরোধিতা করাও আবশ্যিক নয়, যতক্ষণ না অপরাধ সংঘটিত হয়।

সুতরাং মুসলিম ইমাম হোক সে ন্যায়পরায়ণ অথবা ফাসিক অথবা অন্যায়কারী তার বিরোধিতা করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে প্রকাশ্য কুফুরী বলে গণ্য হয়।

عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - - فَبَايَعَنَا، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا، أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ

بُرْهَانٌ». (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7056)، ومسلم في الإمارة برقم (1709)، واللفظ له).

উবাদাহ ইবনু সামের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের আহবান করলেন। আমরা তার কাছে বাই‘আত করলাম। আমাদের থেকে যে ওয়াদা তিনি গ্রহন করেছিলেন তাতে ছিল যে, আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় এবং আমাদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলেও পূর্ণরূপে শোনা ও মানার উপর বাই‘আত করলাম। আমরা দায়িত্বশীলদের সাথে ঝগড়া করব না। কিন্তু যদি স্পষ্ট কুফরী দেখ, তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান, তাহলে আলাদা কথা।^{৭৬}

শাসকের নেতৃত্বের সমাপ্তি [انتهاء ولاية الحاكم]

তিনটি বিষয়ের যে কোন একটির মাধ্যমে শাসকের নেতৃত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১। খলিফার মৃত্যু হলে (موت الخليفة): কেননা জীবিত সময়ের জন্যই খলিফা নিয়োগ করা হয়।

২। খলিফা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে (خلع الخليفة نفسه): তার পদে অন্য কেউ আসলে তা অপন্দনীয় নয়। স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা খলিফার মৃত্যুর অবস্থা ধরা হবে।

৩। অবস্থার প্রেক্ষাপটে অপসারণ করা (عزله لتغير حاله): দু’টি কারণে নেতৃত্ব থেকে বরখাস্ত করা হয়: ন্যায়পরায়ণতা বিনষ্ট হলে, আর শারীরিকভাবে অক্ষম হলে।

ফিসকের (পাপাচার) মাধ্যমে ন্যায়পরায়ণতা বিনষ্ট হওয়া: হারাম কাজ সম্পাদন করা, অশীলতার উপর অটল থাকা, হারাম প্রবৃত্তির অনুসরণ করা।

৭৬. মুত্তাফাকুন আলাইহি। ছহীহ বুখারী ৭০৫৬, ছহীহ মুসলিম ১৭০৯।

শারীরিক অক্ষমতা: স্নায়বিক দুর্বলতা, বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাওয়া, বেহুশ হওয়া, অবশ হওয়া ইত্যাদি যা তার কথা ও কর্মের উপর প্রভাব ফেলে।

খলিফাকে অপসারণ (বরখাস্ত) করার কারণসমূহ

[أسباب عزل الخليفة]

নিম্নে বর্ণিত কতিপয় দোষের যে কোন একটির কারণে ইমাম/খলিফাকে অপসারণ করা হয়:

১। কুফরী করা ও ইসলাম পরিত্যাগ করা (الكفر والردة عن الإسلام)।

২। সলাত পরিত্যাগ করা (وترك الصلاة)।

৩। সলাতের প্রতি আহ্বান পরিত্যাগ করা (وترك الدعوة إليها)।

৪। আল্লাহর নির্ধারিত বিধান বাস্তবায়ন না করা (ترك الحكم بما أنزل الله)।

৫। বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাওয়া অথবা শারীরিক অক্ষমতা। কেননা বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিকল্প প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আর শারীরিক অক্ষমতা (অবশ হওয়া, বধির হওয়া, বোবা হওয়া ইত্যাদি) এর কারণে কর্ম সম্পাদনে অপারগতা প্রকাশ পায়।

অক্ষম অথবা পথভ্রষ্ট খলিফা/ইমামকে অপসারণের পদ্ধতি

ইমামকে অপসারণের কতিপয় উপায় রয়েছে।

প্রথম: খলিফা/ইমাম নিজে পদত্যাগ করবে। ইমাম যখন উপলব্ধি করবে যে, খিলাফাতের দায়িত্ব পালনে তিনি অক্ষম, আর তার দ্বারা রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব নয় তখন তিনি পদত্যাগ করবেন।

দ্বিতীয়: পথভ্রষ্ট ইমামের নিকট আহলুল হাদি ওয়াল আকদ এর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হবে। পথভ্রষ্টতার কারণগুলি উল্লেখ করে তারা ইমামকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করবেন। খলিফা যদি

পথভ্রষ্টতার উপর অটল থাকে তাহলে আহলুল হাদ্বি ওয়াল আকদ ইমামকে অপসারণের সম্ভবপর সকল উপায় অবলম্বন করবে। তবে শর্ত হচ্ছে কাজিত বিশৃঙ্খলা দূর করতে যেন বড় কোন বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয়। আর অস্ত্র ও যুদ্ধের মাধ্যমে মোকাবিলা করা যাবে না, কেননা তা ফিতনার কারণ হতে পারে, রক্তপাত ঘটতে পারে অথবা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ
- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায
২. আত তাওহীদ লিন্নাশিয়াহ ওয়াল মুবতাদিঈন (প্রাথমিক তাওহীদ শিক্ষা)
- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল আব্দুল লতীফ
৩. আক্বীদাতুত তাওহীদ -ড. ছিলেহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
৪. আল কুওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ
- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছিলেহ আল উছাইমীন
৫. শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসিত্বীয়া -ড. ছিলেহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
৬. শারহুল আক্বীদা আত-তুহাবীয়া -ইমাম ইবনে আবীল ইয় আল-হানফী
৭. যাকাতুল ফিতর -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছিলেহ আল উছাইমীন
৮. নতুন চাঁদের বিতর্ক সমাধান -সংকলনে ডা. মো. মোশাররফ হোসেন
৯. কাবীরা গুনাহ -মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী
১০. আস-সিয়াসাহ আশ-শার‘ইয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)
- সংকলনে সাজ্জাদ সালাদীন
১১. আল্লাহ ও রসুলের দিকে প্রত্যাবর্তন -সংকলনে ডা. মো. মোশাররফ হোসেন
১২. কুরআন ও হাদীছের আলোকে -হজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত
- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছিলেহ আল উছাইমীন
১৩. দল, সংগঠন, ইমারত ও বাই‘আত সম্পর্কে বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামের বক্তব্য
- সংকলনে আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
১৪. খিলাফাত ও বাই‘আত- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী
১৫. নবী-রাসূলগণের দা‘ওয়াতী মূলনীতি
- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী
১৬. মহা উপদেশ-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া
১৭. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি
- ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল
১৮. ইসলামী আক্বীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস‘আলা
- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু
১৯. সিয়াম ও রমাদ্বান- সংকলনে ডা. মো. মোশাররফ হোসেন
২০. যাকাত ও দান-খয়রাত- সংকলনে ডা. মো. মোশাররফ হোসেন

২১. ঈদ, কুরবানী ও আক্বীকা- সংকলনে ডা. মো. মোশাররফ হোসেন
২২. রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছের মূলনীতি জানার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম
- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী
২৩. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন) - শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছলেহ আল উছাইমীন
২৪. শারহ মাসাঈলিল জাহিলিয়াহ - ড. ছলেহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
২৫. ছহীহ আক্বীদার দিশারী - ড. ছলেহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান